ক্রমিক	জেলা কার্যালয়ের নাম	অফিসিয়াল ওয়েবসাইট	মোবাইল নম্বর	দাপ্তরিক ই-মেইল
৬৪.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, জামালপুর	www.bfsa.jamalpur.gov.bd	০১৯৫৫৬৭৬০৬৯	fso.jamalpur@bfsa.gov.bd
৬৫.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মেট্রোপলিটন কার্যালয়, ঢাকা	www.bfsa.dhakametro.gov.bd	০১৫২১২২০৩৯৪	fso.dhakametro@bfsa.gov.bd
৬৬.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মেট্রোপলিটন কার্যালয়, ময়মনসিংহ	www.bfsa.mymensinghmetro.gov.bd	০১৩১৭৩৫৮৫৮০	fso.mymensingh@bfsa.gov.bd
৬৭.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মেট্রোপলিটন কার্যালয়, রংপুর	www.bfsa.rangpurmetro.gov.bd	০১৭৭১৬২৬৪৬২	fso.rangpur@bfsa.gov.bd
৬৮.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মেট্রোপলিটন কার্যালয়, সিলেট	www.bfsa.sylhetmetro.gov.bd	০১৭২৩০৭৯৯৩২	fso.sylhet@bfsa.gov.bd
৬৯.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মেট্রোপলিটন কার্যালয়, রাজশাহী	www.bfsa.rajshahimetro.gov.bd	০১৭৭৭২৩৯৫৮৩	fso.rajshahi@bfsa.gov.bd
৭০.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মেট্রোপলিটন কার্যালয়, বরিশাল	www.bfsa.barishalmetro.gov.bd	০১৭৩৭১৫০৩৪৮	fso.barisal@bfsa.gov.bd

ক্রমিক	জেলা কার্যালয়ের নাম	অফিসিয়াল ওয়েবসাইট	মোবাইল নম্বর	দাপ্তরিক ই-মেইল
৭১.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মেট্রোপলিটন কার্যালয়, খুলনা	www.bfsa.khulnametro.gov.bd	০১৭৭৭৯৮৪৫৬৯	fso.khulna@bfsa.gov.bd
৭২.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মেট্রোপলিটন কার্যালয়, চট্টগ্রাম	www.bfsa.chattogrammetro.gov.bd	০১৭৩৪৪৩৫১৯৫	fso.chattogram@bfsa.gov.bd

১৬. তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন:

১৬.১ তথ্য ব্যবস্থাপনা:

সরকারি সংস্থা/তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে কর্তৃপক্ষের জন্য তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সমন্বয় ও তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা জরুরি। একটি শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাজকে বেগবান ও গতিশীল করে। বর্তমানে কর্তৃপক্ষ জেলা কার্যালয় ও বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে এবং এ সকল তথ্য সমন্বিত করে প্রতি মাসে কর্তৃপক্ষের তথ্য বাতায়নে প্রচার করে থাকে।

১৬.২ তথ্য অধিকার বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য ০১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করার বাধ্যবাধকতা আছে। সে অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে। বর্তমানে দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ হচ্ছেন-

ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	ফোন নম্বর	ই-মেইল নম্বর
মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	রুম নং-৫৩১ (লেভেল-৫) বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা- এর পার্শ্বে) ১১৯ কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা।	+৮৮০২- ২২২২২৩৬৫৮ ০১৭৯০১৭৭৯৪৫	addldirector.ict@bfsa.gov.bd

খ) বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ:

কর্মকর্তার নাম ও	ঠিকানা	ফোন নম্বর	ই-মেইল নম্বর
এস.এম. নুরুজ্জামান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	রুম নং-৫২১ (লেভেল-৫) বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা- এর পার্শ্বে) ১১৯ কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা।	০১৭৫৮০১৩৮৬৩	statistics@bfsa.gov.bd

গ) আপিল কর্মকর্তার বিবরণ:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	ফোন নম্বর	ই-মেইল নম্বর
মো: আব্দুল কাইউম সরকার চেয়ারম্যান বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	রুম নং-৬০১ (লেভেল-৫) বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা- এর পার্শ্বে) ১১৯ কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা।	০২-২২২২২৩৬২৬ ০১৭৯৯৮৭৩২১৯	chairman@bfsa.gov.bd

১৬.৩ তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরনার্থে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার নাগরিকগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। এ আইনের ৪ ধারা মোতাবেক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রবিধানমালাসমূহের আলোকে স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্যক্রমের তথ্য নাগরিকদের অবহিত হওয়ার সুবিধার্থে ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে "তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০২২" প্রণয়নপূর্বক প্রকাশ করেছে। দেশের সার্বিক আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে জনগণের জ্ঞাতার্থে নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।

১৬.৪ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি:

ক্রমিক	নাম ও পদবী	দায়িত্ব
১.	সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সভাপতি
২.	পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩.	পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক (ঝুঁকি), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪.	পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৫.	পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক (মান), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত পরিচালক (পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ), বাংলাদেশ	সদস্য
৭.	সহকারী পরিচালক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৮.	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব

১৬.৫ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি (৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত):

ক্রমিক	সিদ্ধান্তসমূহ	অগ্রগতি বিবরণ	বাস্তবায়নের হার
১.	স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তালিকা	তালিকা তৈরি হয়েছে	১০০%
২.	চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের	তালিকা তৈরি হয়েছে	১০০%
৩.	প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের	তালিকা তৈরি হয়েছে	১০০%
৪.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুনঃনিয়োগ/পরিবর্তন	দায়িত্ব দেয়া হয়েছে	১০০%
৫.	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	দায়িত্ব দেয়া হয়েছে	১০০%
৬.	স্ব-প্রণোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা	১৫ ডিসেম্বর ২০২১	১০০%

১৬.৬ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী চাহিত তথ্য সংক্রান্ত বিবরণ:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধরণের তথ্য স্ব-প্রণোদিতভাবেই ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ব্যক্তিগণ (যেমন- সাংবাদিক, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী, খাদ্য ব্যবসায়ীসহ বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক তথ্য চাইলে প্রয়োজন অনুসারে তথ্য প্রদান করা হয়। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কেউ তথ্য চাইলে তাও যথা সময়ে সরবরাহ করা হয়।

১৬.৬.১ বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরের তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী চাহিত তথ্য ও সরবরাহকৃত তথ্যাদি:

চাহিত তথ্য	সরবরাহকৃত তথ্য	প্রক্রিয়াধীন	অসরবরাহকৃত তথ্য
০২	০২	০	০

১৬.৭ তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি প্রতিবেদন:

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্রাতিষ্ঠানিক	০৬	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	%	০৬	১০০%
সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৯	[১.২] স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০৪	১৫ ডিসেম্বর ২০২১
		[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[১.৩.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	০৩	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১
		[১.৪] তথ্য অধিকর আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/হালনাগাদকরণ	[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত	তারিখ	০৩	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

		[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধানসম্পর্কে	[১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	০৩	০৩
		[১.৬] তথ্য অধিকার আইন	[১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	০৩	০৩

১৬.৮ তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ:

মন্ত্রিপষিদ বিভাগের তথ্য অধিকার বিষয়ক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের নিমিত্তে কমপক্ষে ০৩ (তিন)টি প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা আছে। প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সভা, সেমিনার, কর্মশালা কিংবা প্রচারপত্র বিবেচনা করা যেতে পারে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে তুলনামূলক কম সচেতন এমন ০৩ (তিন)টি জেলায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্যসংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের/অংশীজনদের নিয়ে সেমিনার/কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ;

ক্রমিক	বিষয়	সেমিনার/কর্মশালার স্থান ও	অংশগ্রহণকারীর
১.	মুজিব বর্ষে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন।	সদর উপজেলা, সুনামগঞ্জ ১০/০৩/২০২২	৪৭ জন
২.	মুজিব বর্ষে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন।	মুজিবনগর, মেহেরপু ১৫/০৩/২০২২	৪০ জন
৩.	উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন।	থানচি, বান্দরবান ১৮/০৪/২০২২	৪৬ জন

অংশীজনদের অংশগ্রহণে থানচি উপজেলা, বান্দরবান এ আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা

অংশীজনদের অংশগ্রহণে মুজিবনগর উপজেলা, মেহেরপুর এ আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা

১৬.৯ তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার বিষয়ে কমপক্ষে ০৩ (তিন)টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা আছে। নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তার আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ০৩ (তিন)টি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। উক্ত

প্রশিক্ষণের আওতায় কর্তৃপক্ষের প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারী তথ্য অধিকার আইন, বিধিবিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার মাধ্যমে নিজেদের দায়িত্ব সমন্ধে এবং জনগণের তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

ক্রমিক	বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান ও তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ৯ম গ্রেড এবং তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ।	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬০৮), তারিখ: ১৩/০১/২০২১	৪৬ জন
২.	কর্তৃপক্ষের জেলা কার্যালয়ে কর্মরত নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	অনলাইন (জুম প্লাটফর্ম) তারিখ: ১০/০২/২০২২	৬০ জন
৩.	কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ১৩-১৬ তম গ্রেডের কর্মচারীদের নিয়ে দিনব্যাপী তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬০৮), তারিখ: ১৮/০১৪/২০২১	৪৪ জন

১৭. জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ও অন্যান্য দিবস:

১৭.১ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উৎসাহ ও অনুমোদনক্রমে ০২ ফেব্রুয়ারি-কে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তন, নিউ ইস্কাটন, ঢাকায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসের মূল অনুষ্ঠান আয়োজন করে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA) কর্তৃক জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে সকাল ১০:০০ টায় BIAM ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে "Food Safety Challenges & Opportunities Towards Graduation to Developing Country" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জুয়েনা আজিজ, প্রধান সমন্বয়কারী, এসডিজি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম ও এফ এ ও প্রতিনিধি জনাব রবার্ট ডি সিম্পসন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এ সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাপক ড. ইমদাদুল হক চৌধুরী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় তিনি বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রধান বিবেচ্য বিষয়াবলি, অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ক্ষতিকর দিকসমূহ, বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব, ফুড কন্ট্রোল সিস্টেম, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি বিশ্লেষণ ফ্রেমওয়ার্ক, বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভূমিকা এবং বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে পরবর্তীতে প্যানেল আলোচকগণ আলোচনা করেন এবং মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, এ সেমিনারে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা, খাদ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২২ উদযাপন

এক নজরে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২২

ক্রমিক	বিষয়	বিবরণ
১.	তারিখ	০২ ফেব্রুয়ারি ২০২২
২.	স্থান	বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তন, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
৩.	সময়	সকাল ০৯.৩০
৪.	প্রধান অতিথি	জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫.	সভাপতি	ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৬.	বিশেষ অতিথি	জনাব দীপংকর তালুকদার, এমপি, সভাপতি খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়।
৭.	স্বাগত বক্তব্য	জনাব মো: আব্দুল কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৮.	অংশগ্রহণকারী	বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং খাদ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ২০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি
৯.	মিডিয়া ও সাংবাদিক	৬০ জন
১০.	অন্যান্য কার্যক্রম	আমন্ত্রিত অতিথিদের জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা ও শুভেচ্ছা উপহার প্রদান।

একই দিনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA) কর্তৃক ক্রিস্টাল বলরুম, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকায় সন্ধ্যা ০৭:৩০ এ "Sector leaders & CEO's meeting on food safety improvement" শীর্ষক একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন খাদ্যব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের সি ই ও, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ উচ্চপর্যায়ে কর্মরত প্রতিনিধিবৃন্দ, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য ও পরিচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ। এ অনুষ্ঠানে খাদ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ খাদ্যশিল্প ও স্থাপনায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা

নিশ্চিতকরণের চ্যালেঞ্জসমূহ উপস্থাপন করেন এবং এর প্রতিকারে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

"Sector leaders & CEO's meeting on food safety improvement" শীর্ষক সম্মেলনের স্থির চিত্র

১৭.২ বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস:

নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশ্বব্যাপি সর্বস্তরের মানুষের জনসচেতনতার লক্ষ্যে ৭ জুন বিশ্বব্যাপি নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত হয়ে আসছে। টেকসই জীবন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের বিকল্প নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষে নানা কার্মসূচি পালিত হয়ে থাকে। ২০২২ সালে দিবসটির প্রতিপাদ্য "Safer Food, Better Health" নিরাপদ খাদ্য, উত্তম স্বাস্থ্য। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিরাপদ খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং গণমাধ্যম কর্মীদের নিয়ে "Safer Food for Better Economy" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করেছে।

বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপন

এক নজরে বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস অনুষ্ঠান বিষয়ক তথ্য:

SI. No	Subject	Description
1.	Date	7 June 2022
2.	Place	Hotel InterContinental (Ruposhi Bangla Grand Ballroom), Dhaka
3.	Time	09.30 am
4.	Chief Guest	Mr. Sadhan Chandra Majumder Mp, Honorable Minister, Ministry of Food
5.	Chairperson	Dr. Mosammat Nazmanara Khanum, Secretary, Ministry of Food
6.	Special Guest	Dr. Md Kawser Ahmed, Member(Secretary), GED, Ministry of Planning, Professor Dr. Md. Giashuddin Miah, Vice-Chancellor, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University & Mr. Robert D Simpson, FAO Representative in Bangladesh
7.	Welcome address	Mr. Md. Abdul Kayowm Sarker, Chairman, Bangladesh Food Safety Authority (BFSA)
8.	Keynote Speech	Professor Dr. Mohammed Farashuddin, Former Governor, Bangladesh Bank, Chief Adviser & Founder Vice Chancellor,
9.	Participant	160
10.	Media and journalists	40

"Safer Food for Better Economy" বিষয়ক সেমিনারে Food Security, Food Safety, Food Quality, Balancing the Food composition, Food Safety and Quality in Bangladesh বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও তৎকালীন দারিদ্র্য পীড়িত বাংলাদেশের সাথে মাথাপিছু আয়, খাদ্য উৎপাদন, ক্যালরি ইনটেক প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশের তুলানামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত দেশগুলোর জন্য খাদ্য নিরাপদতা একটি গুরুত্বপূর্ণ পিলার/স্তম্ভ। নিরাপদ খাদ্য মানুষের একটি মৌলিক অধিকার । উন্নত বিশ্বে নিরাপদ খাদ্যের নির্ণায়ক হচ্ছে DALY(Disability Adjusted Life Years) এবং QALY (Quality Adjusted Life Years) | সুতরাং সুনির্দিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণা কার্যক্রম অব্যহত রাখার আহ্বান জানানো হয়। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য খাদ্য নিরাপদতা অত্যন্ত জরুরি। খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতের মাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার আহ্বান জানানো হয়। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে উৎপাদন পর্যায় হতে কাজ শুরু করার ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এজন্য সকল সংস্থাকে সমন্বয় করে এক সংস্থার অধীনে আনার আহ্বান জানানো হয়।

১৮. মুজিব বর্ষে কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়ন:

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাসহ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক্রমিক	কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কর্মসূচি	কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত এবং খাদ্যের নিরপদতা ও ভেজাল রোধে বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত মুজিব বর্ষে নতুন ০৩টিটিভিসি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।	ট্রান্সফ্যাট, লেবেলিং ও খাদ্য স্পর্শক বিষয়ে ০৩টি নতুনটিভিসি নির্মাণ করা হয়েছে। যা স্যোশাল মিডিয়ায় আপলোড করা হয়েছে এবং বিভিন্নটিভি চ্যানেল, খাদ্য অধিদপ্তর, তথ্য অধিদপ্তরের ও সুপার শপের এলইডি মনিটরের মাধ্যমে দেশব্যাপি প্রচার কার্যক্রম চলমান আছে।
২.	১০০+ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা, সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন।	১৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে এবং ০৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক হাত ধোয়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৩.	সকল জেলা ও ১০০+ উপজেলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, কর্মশালা এবং ক্যারাভান রোড শো'র আয়োজন।	দেশব্যাপি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক ৩৮৮টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৬০টি ক্যারাভান রোড শো আয়োজন করা হয়েছে।
৪.	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক গান গম্ভীরা, জারি, সারি, পথ নাটকের মাধ্যমে খাদ্যের ভেজালের বিরুদ্ধে প্রচারণা করা।	১। ০৮টি বিভাগে আট ধরনের আঞ্চলিক ভাষার সমন্বয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে একটি থিম সং তৈরিপূর্বক প্রচার করা হয়েছে। ২। খাদ্যের নিরাপদতা বিষয়ক জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন বার্তাসমূহ ঢাকা শহরের ভিন্ন জনবহুল স্থানে ০৫ (পাঁচ)টি পথ নাটকের মাধ্যমে প্রচারের কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।
৫.	এনিমেশন তৈরি ও প্রচার।	স্কুলগামী শিশুদের জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ০৪ মিনিটের ০১টি অ্যানিমেশন তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-লার্নিং প্লাটফরম (মুক্তপাঠ) এর মাধ্যমে অ্যানিমেশনটি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৬.	৬৪টি জেলায় এলইডি মনিটর-এর মাধ্যমে খাদ্যের নিরাপদতা, ভেজাল রোধ ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে খাদ্যের নিরাপদতা, ভেজাল রোধ ও পুষ্টি সংক্রান্তটিভিসিসমূহে বাংলা ও ইংরেজি সাবটাইটেল যুক্ত করে ১০০টি ডিভিডি তৈরি করে হয়েছে। এলইডি মনিটরে প্রচারের জন্যে ৬৪টি DVD খাদ্য অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭.	Safe Food Plan বাস্তবায়নকল্পে ১০০+টি খাদ্য শিল্প পরিদর্শন এর ব্যবস্থা গ্রহণ	প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদনকারী স্থাপনায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার যথাযথ প্রয়োগ ও প্রতিপালন এবং পরিবীক্ষণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের Safe Food Plan বাস্তবায়নকল্পে ১০৪টি খাদ্য শিল্প পরিদর্শন করা হয়েছে।
৮.	১০০+ খাদ্যস্থাপনায় গ্রেডিং প্রদান এর ব্যবস্থা গ্রহণ	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের ১০০+টি খাদ্যস্থাপনায় গ্রেডিং প্রদান করা হয়েছে।

মুজিব বর্ষের কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত পথ নাটক

১৯. স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন:

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পাকিস্তানিদের থেকে ছিনিয়ে আনার ও স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর পূর্তি পালনের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত বার্ষিক পরিকল্পনা যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী নামে পরিচিত। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর উদযাপন শুরু হয় ২০২১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে। সুবর্ণ জয়ন্তীর সঙ্গে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিব বর্ষও পালিত হয়; বর্ষ জুড়ে চলা কর্মকাণ্ডের সমাপ্তি হয় ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী পালনের মাধ্যমে।

এদিন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আবদুল কাইউম সরকার এর সভাপতিত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। বিকাল ৪:৩০ মিনিটে সম্মিলিতভাবে 'শপথ' পাঠ করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সুবর্ণ জয়ন্তী মেলায় জেলা কার্যালয়গুলো কর্তৃক নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত বার্তা সম্বলিত স্টল স্থাপন করা করা হয় ।

প্রধান কার্যালয়ে সম্মিলিত 'শপথ' পাঠ

২০. জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি:

২০.১ গোল টেবিল বৈঠক:

পঞ্চম জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ 'টেকসই উন্নয়নে নিরাপদ খাদ্য: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং জাইকার সহযোগিতায় উক্ত গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় দৈনিক সমকালের সভাকক্ষে আয়োজিত এ বৈঠকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত বৈঠকে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী দীর্ঘ মেয়াদে উন্নত এবং একটি সুস্থ জাতি জাতি গঠনে নিরাপদ খাদ্যের কোন বিকল্প নেই মর্মে অবহিত করেন এবং নিরাপদ খাদ্যের আন্দোলনে সাংবাদিকদের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ক্রমিক	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
১.	জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী	খাদ্য মন্ত্রণালয়
২.	ড.মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, সচিব	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩.	জনাব আব্দুল কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৪.	ডা: দেবাশীষ দাস, পরিচালক	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫.	ডাঃ খালেদ কনক, উপ-পরিচালক	মৎস্য অধিদপ্তর
৬.	জনাব দীপক রাজন, পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৭.	মোঃ রেজাউল করিম, সদস্য	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৮.	জনাব মিনহাজ আহমেদ, সদস্য	বাপা
৯.	জনাব সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, প্রধান নির্বাহী	জিটিভি
১০.	জনাব ড. আতিউর রহমান, সাবেক গর্ভনর	বাংলাদেশ ব্যাংক
১১.	জনাব Mr. Katsuki, প্রতিনিধি	জাইকা
১২.	জনাব রেজাউল করিম সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক,	বিসেইফ ফাউন্ডেশন
১৩.	ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ, অধ্যাপক	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৪.	প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম, সদস্য	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
১৫.	মোঃ মনিরুল ইসলাম, যুগ্ম-সচিব	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৬.	মোঃ শহীদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক	ঢাকা
১৭.	আবু সাঈদ খান, উপদেষ্টা সম্পাদক	দৈনিক সমকাল

টেকসই উন্নয়নে নিরাপদ খাদ্য: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ গোলটেবিল বৈঠকের স্থির চিত্র:

২০.২ ক্রোড়পত্র প্রণয়ন ও প্রকাশ:

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস- ২০২২ উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীসম্বলিত একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও যাঁদের মূল্যবান বাণী ক্রোড়পত্রকে সমৃদ্ধ করেছে:

ক্রমিক	বাণী
১.	মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
২.	মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩.	সভাপতি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী
৪.	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেম নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

এছাড়াও ক্রোড়পত্রে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়াম্যান কর্তৃক "অদম্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিশেষ ক্রোড়পত্রটি প্রকাশিত হয়।

ক্রমিক	পত্রিকার নাম	ক্রমিক	পত্রিকার নাম
১.	দৈনিক সমকাল	১৫.	দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার
২.	দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন	১৬.	দৈনিক লাখো কণ্ঠ
৩.	দৈনিক ইত্তেফাক	১৭.	দৈনিক আজকের সংবাদ
৪.	দৈনিক জনকণ্ঠ	১৮.	দৈনিক আমাদের অর্থনীতি
৫.	দৈনিক বণিক বার্তা	১৯.	দৈনিক মুক্ত খবর
৬.	The Dhaka Tribune	২০.	দৈনিক স্বদেশ বিচিত্রা
৭.	The Observer	২১.	দৈনিক রূপান্তর
৮.	দৈনিক আমার সংবাদ	২২.	দৈনিক আমার বার্তা
৯.	দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ	২৩.	দৈনিক নয়া শতাব্দী
১০.	দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ	২৪.	দৈনিক আমাদের সময়
১১.	দৈনিক সময়ের আলো	২৫.	দৈনিক পূর্বকোণ (চট্টগ্রাম)
১২.	দৈনিক বাংলাদেশের আলো	২৬.	দৈনিক আজাদী (চট্টগ্রাম)
১৩.	দৈনিক ভোরের ডাক	২৭.	দৈনিক বাংলাদেশের খবর
১৪.	দৈনিক করতোয়া	২৮.	The Bangladesh Today

২০.৩ টেলিভিশন টক-শো:

৫ম জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলায় আয়োজিত হয় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক টেলিভিশন টকশো। টকশোর বিষয়বস্তু **"খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা: প্রেক্ষিত** বাংলাদেশ"।

ক্রমিক	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান
১.	জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, মাননীয় মন্ত্রী	খাদ্য মন্ত্রণালয়
২.	ড. নাজমানারা খানুম, সচিব	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩.	জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য
৪.	অধ্যাপক ড. ইকবাল রউফ মামুন, রসায়ন বিজ্ঞান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫.	জনাব মুশতাক হাসান মুহাম্মদ ইফতিখার	প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, BFSA
৬.	জনাব জয়-ই মামুন, সঞ্চালক	এটিএন বাংলা

খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ শীর্ষক শিরোনামে টেলিভিশন টকশোর স্থির চিত্র:

২০.৪ টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা:

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন **"নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে আইন প্রয়োগই যথেষ্ট"** শিরোনামে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রিয়টিভি চ্যানেল ATN বাংলার সহযোগিতায় সরকারি দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সঞ্চালনা করেন হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

এক নজরে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	বিষয়	বিবরণ
১.	বিতর্কের বিষয়	"নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে আইন প্রয়োগই যথেষ্ট"
২.	স্থান	ATN BANGLA
৩.	তারিখ	২৪.০১.২০২২
৪.	সময়	বিকাল ৩.০০
৫.	প্রধান অতিথি	প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
৬.	সরকারি দল	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৭.	সরকারি দলের সদস্য	জনাব জাহিদুল ইসলাম, জনাব মোঃ ফারহান আনজুম করিম এবং জনাব সাইমুম মৌসুমী বৃষ্টি
৮.	বিরোধী দল	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৯.	বিরোধী দলের সদস্য	জনাব গোলাম রাব্বানি, জনাব আফসানা রহমান অন্তরা এবং জনাব অর্পিতা গোলদার
১০.	বিচারকমন্ডলী	জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ, সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ; প্রফেসর ড. আবুল হাসনাত মোঃ সোলায়মান, ডিপার্টমেন্ট অফ হর্টিকালচার, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব নকিব খান, কর্পোরেট এফেয়ার্স ডিরেক্টর, নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড;
১১.	বিজয়ী দল	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২১. খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্ত:

- ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর ১০ম জাতীয় সংসদে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৩০ মার্চ, ২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম বৈঠকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ অংশ নেয়। ১০ম জাতীয় সংসদে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মোট ২৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
- একাদশ জাতীয় সংসদে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠক ৭ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ০৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২১.১ একাদশ জাতীয় সংসদে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক:

ক্রমিক	বৈঠক	বৈঠকের তারিখ	বৈঠকের সভাপতি
১.	১ম বৈঠক	০৭ এপ্রিল, ২০১৯	জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি ৬২ সিরাজগঞ্জ-১
২.	২য় বৈঠক	২৫ মে, ২০১৯	জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি ৬২ সিরাজগঞ্জ-১
৩.	৩য় বৈঠক	১৮ জুলাই, ২০১৯	জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি ৬২ সিরাজগঞ্জ-১
৪.	৪র্থ বৈঠক	০৩ ডিসেম্বর, ২০১৯	জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি ৬২ সিরাজগঞ্জ-১
৫.	৫ম বৈঠক	১৫ মার্চ, ২০২০	জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি ৬২ সিরাজগঞ্জ-১
৬.	৬ষ্ঠ বৈঠক	২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০	জনাব দীপংকর তালুকদার, এমপি ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি
৭.	৭ম বৈঠক	৩০ ডিসেম্বর, ২০২০	জনাব দীপংকর তালুকদার, এমপি ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি
৮.	৮ম বৈঠক	২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১	জনাব দীপংকর তালুকদার, এমপি ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি

২২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০২১ সালের জুন মাসের ২৮ তারিখে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ০৩টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২৩টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদনের চূড়ান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান। তবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৭.৪২ নম্বর অর্জনের প্রাপ্যতা রয়েছে।

২২.১ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

ক) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত উদ্দেশ্যঃ

1. খাদ্যনীতি কৌশল ও ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
2. নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি
3. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ):

১. শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
২. ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
৩. তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
৪. অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
৫. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২২.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত সভা আয়োজন:

ক্রমিক	সভার বিষয়	তারিখ
১.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের	৩১ আগস্ট, ২০২১ খ্রি.
২.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশোধন ও চূড়ান্তকরণ সভা	০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি.
৩.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কার্যালয়সমূহের এপিএ এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি.
৪.	নিরাপদ খাদ্য অফিসারদের সাথে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএটিমের	২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি.
৫.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএটিমের	১০ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি.
৬.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএটিমের	০৪ নভেম্বর, ২০২১ খ্রি.
৭.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএটিমের	০২ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি.
৮.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এবং এপিএ সংক্রান্ত বিশেষ সভা	১৯ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি.
৯.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ এর বিশেষ সভা	২২ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি.
১০.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএটিমের	২৩ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি.
১১.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা (২০২২-২০২৩) অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ প্রণয়ন প্রসঙ্গে	০৬ মার্চ, ২০২২ খ্রি.
১২.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএটিমের	০৬ মার্চ, ২০২২ খ্রি.
১৩.	জেলা কার্যালয়সমূহের এপিএ ২০২২-২০২৩ প্রণয়নের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনামূলক বিশেষ সভা	১০ মার্চ, ২০২২ খ্রি.
১৪.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ প্রণয়নের লক্ষ্যে এপিএ কমিটির বিশেষ সভা	১৩ মার্চ, ২০২২ খ্রি.
১৫.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএটিমের	১৮ মে, ২০২২ খ্রি.
১৬.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএটিমের ৮ম সভা	২১ জুন, ২০২২ খ্রি.

২২.৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	স্থান	**উপস্থিতি**
১.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কার্যালয়সমূহের এপিএ এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি.	জুম প্লাট ফর্ম	৬১ জন

২২.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নে প্রণোদনা প্রদান:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২১-২০২২ দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্যে এপিএ প্রণোদনা প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা:

ক্রমিক	নাম	পদবী ও কর্মস্থল
১.	আসমা উল হোসনা	সহকারী পরিচালক, প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
২.	আফিফা ছিদ্দিকা	নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা, ফেনি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৩.	সৈয়দ সারফরাজ হোসেন	নিরাপদ খাদ্য ফর্মকর্তা, সিলেট, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

এপিএ বাস্তবায়নের প্রণোদনা প্রদানের স্থির চিত্র

২২.৫ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী ২০২১-২০২২ সালের কর্তৃপক্ষের কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণে অর্জন:

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্যশিল্প ও খাদ্য ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজ ও মিডিয়ার সহযোগিতায় যথাযথ বিজ্ঞানভিত্তিক বিধি-বিধান তৈরি ও কার্যকর প্রয়োগ চলমান রয়েছে। খাদ্য শৃঙ্খল পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করার জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী ২০২১-২০২২ সালের কর্তৃপক্ষের অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অর্জন
১.	[১.১] ''নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'' এর সংশোধনী প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	৩০/০৪/২০২২ তারিখে ''নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'' এর সংশোধনী প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে
২.	[১.২] খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা, ২০২১ এর খসড়া প্রণয়ন	চূড়ান্ত খসড়া ৩০/০৪/২০২২ তারিখে প্রণয়ন করা হয়েছে।
৩.	[১.৩] নিরাপদ খাদ্যসংশ্লিষ্ট একটি গাইডলাইন প্রণয়ন	১টি গাইডলাইন "পারিবারিক নিরাপদ খাদ্য নির্দেশিকা" প্রণীত হয়েছে।
৪.	[১.৪] জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের সভা।	১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৫.	[১.৫] কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা	২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৬.	[১.৬] কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৬৯% সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৭.	[১.৭] Ministry for Primary Industries (MPI) of New Zealand এবং বিসেফ ফাউন্ডেশন এর সাথে আন্তঃসংস্থা	MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৮.	[১.৮] মাঠপর্যায়কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন	৬৫.৪৪ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৯.	[১.৯] নিয়োগ ও পদোন্নতি	শূন্য পদের বিপরীতে কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা
১০.	[২.১] নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	২০৫০ জন খাদ্য ব্যবসায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
১১.	[২.২] নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক সেমিনার	৩০টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১২.	[২.৩] নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে গৃহিণীদের সাথে সচেতনতামূলক উঠান	সচেতনতামূলক ১৫টি উঠান বৈঠক আয়োজিত
১৩.	[২.৪] নিরাপদ খাদ্য বিষয়েটিভিসির মাধ্যমে প্রচার	৩৮৭ মিনিটটিভিসি প্রচার করা হয়েছে।
১৪.	[২.৫] নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে বেতার/ কমিউনিটি রেডিও এর মাধ্যমে প্রচার	৩০৬ মিনিট প্রচার করা হয়েছে।
১৫.	[২.৬] বস্তি ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় /অভিভাবক ও শিক্ষার্থী সমন্বয়ে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি	৮টি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১৬.	[৩.১] খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা	১২৮২টি খাদ্য নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।
১৭.	[৩.২] দেশব্যাপি খাদ্যস্থাপনা ও বাজার মনিটরিং এবং পরিদর্শন	১২,২৮১ হোটেল রেস্তোরাঁ মনিটরিং করা হয়েছে।
১৮.	[৩.৩] নজর অ্যাপস ভিত্তিক ডিজিটাল মনিটরিং সম্প্রসারণ	৯টি হোটেল রেস্তোরাঁ নজর অ্যাপসের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
১৯.	[৩.৪] মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যান এর মাধ্যমে খাদ্যস্থাপনা ও বাজার মনিটরিং এবং নমুনা পরীক্ষা	মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যান এর মাধ্যমে ২৪টি খাদ্যস্থাপনা ও বাজার মনিটরিংকৃত এবং নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।
২০.	[৩.৫] নতুন হোটেল রেস্তোরাঁ গ্রেডিং প্রদান	৩৩টি নতুন হোটেল রেস্তোরাঁ গ্রেডিং করা
২১.	[৩.৬] গ্রেডিংকৃত হোটেল রেস্তোরাঁ পুনঃমূল্যায়ন	৪০টি গ্রেডিংকৃত হোটেল রেস্তোরাঁ পুনঃমূল্যায়ন করা হয়েছে।
২২.	[৩.৭] খাদ্য সংরক্ষণাগার /হিমাগার পরিদর্শন	৬টি হিমাগার পরিদর্শন করা হয়েছে।
২৩.	[৩.৮] মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	১১৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা

২৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (NIS):

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক, কর্তৃপক্ষের একজন উপসচিবকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকে এবং মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে এ কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে এক বছর মেয়াদী (জুলাই,২০২১ হতে জুন,২০২২ পর্যন্ত) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয় এবং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নাগরিকদের তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে স্বপ্রণোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০২২ প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অংশ হিসেবে সর্বমোট ১৭টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টার অগ্রগতি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ সম্পাদনের উপর চূড়ান্ত মূল্যায়নে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মোট ৫০ নম্বরের মধ্যে ৪২.১০ নম্বর অর্জন করেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের কাজের গুণগত মান মূল্যায়ন এবং কর্মকর্তাদের উত্তম চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

২৩.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্টঃ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট

ক্রমিক	ফোকাল পয়েন্ট	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট
১.	জনাব নূর-ই- খাজা আলামীন, উপসচিব বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	জনাব আসমা উল হোসনা সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

২৩.২ শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত:

কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিবরণ	তারিখ	**উপস্থিতি**
১.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা	২৭ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি.	৫১ জন
২.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জেলা কার্যালয়ে কর্মরত নিরাপদ খাদ্য অফিসার	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি.	৬৫ জন
৩.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ১৩-১৬ গ্রেডের কর্মচারী	২৪ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি.	২৩ জন

২৩.৩ শুদ্ধাচার পুরস্কার:

কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের কাজের গুণগত মান মূল্যায়ন ও কর্মকর্তাদের উত্তম চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর ১.৮ নং কার্যক্রমের আওতায় শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নামের তালিকা:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	নাম	পদবি
১.	গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯	আব্দুন নাসের খান	সচিব বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
		ফারিয়া আজাদ	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
২.	আওতাধীন জেলা কার্যালয় প্রধান	মো: লোকমান হোসেন	নিরাপদ খাদ্য অফিসার রাজশাহী
৩.	গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬	মো: ইফফাতুর রহমান	হিসাব রক্ষক বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

২৩.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটি:

ক্রমিক	পদবী	দায়িত্ব
১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সভাপতি
২.	সদস্য, খাদ্যভোগ ও ভোক্তা অধিকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩.	সদস্য, আইন ও নীতি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪.	সদস্য, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৫.	সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৬.	পরিচালক, সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৭.	পরিচালক, খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৮.	সহকারী পরিচালক, সমন্বয়, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৯.	মোছাঃ রৌশন আরা বেগম, নিরাপদ খাদ্য অফিসার, সংসদ শাখা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১০.	উপসচিব, সমন্বয় ও সংসদ, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য সচিব

২৩.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির সভা:

ক্রমিক	সভার বিষয়	তারিখ	উপস্থিতি
১.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ সংশোধন এবং নৈতিকতা কমিটির প্রথম সভা	১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি.	১২ জন
২.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির ২য় সভা	১৪ নভেম্বর ২০২১ খ্রি.	১৩ জন
৩.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির বিশেষ সভা	২২ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি.	২০ জন
৪.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটি এবং নিরাপদ খাদ্য অফিসারদের সাথে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সভা	২৩ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি.	জুম প্লাটফর্ম, ৭১ জন
৫.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির ৩য় সভা	২১ মার্চ, ২০২২ খ্রি.	১০ জন
৬.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ সভা	২৪ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি.	১১ জন

২৪. SDG সংক্রান্ত তথ্য:

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রেখে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষার (ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স) মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন। নিরাপদ খাদ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক খাদ্য বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ব্যাপক সফলতার পর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা এবং বর্তমান প্রজন্মের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ২য় দফায় প্রণয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় প্রশংসনীয় সফলতার পর সমস্ত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ঘোষণা করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)। এসডিজি নির্ধারণ করা হয় ১৭টি উন্নয়ন অভিষ্ট আর ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে। আর এ ১৭টি উন্নয়ন অভিষ্টের মধ্যে ৬টি (২,৩,৬,৮,১২,১৭) নিরাপদ খাদ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরাপদ খাদ্যের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫৪ বছরের পুরাতন Pure Food Ordinance, 1959 রহিত করে প্রণয়ন করেন যুগান্তকারী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যা বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি গঠন করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের মাধ্যমে মানুষের দারিদ্রতা কমে যাবে, বেড়ে যবে কর্মক্ষমতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, নিশ্চিত হবে সকল শ্রেণীর প্রাণীর জন্য নিরাপদ জলজ ও স্থলজ পরিবেশ, গড়ে উঠবে জনপদের জন্য বসবাসের উপযুক্ত শহর, অর্জিত হবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)। খাদ্য নিরাপদতা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ আলোচ্যসূচির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। খাদ্য নিরাপদতা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সকল লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখে।

২৪.১ SDG বাস্তবায়নে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত Policy বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ'তে অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয়েছে। নিম্নে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নিরাপদ খাদ্যের সংশ্লিষ্টতা তুলে ধরা হলো-

ক্রমিক	নীতি/পরিকল্পনার নাম	নীতি/পরিকল্পনার যে অংশের আলোকে এপিএ'র কার্যক্রম গ্রহণ করা	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ'র
১.	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	14.3.2- Objectives and Strategies for Food Security and Nutrition in the 8th Plan. (Page: 728-731)	[৩.১] দেশব্যাপি খাদ্যের ঝুঁকি ভিত্তিক নমুনা পরীক্ষা [৩.২] দেশব্যাপি খাদ্যস্থাপনা ও বাজার পরিদর্শন [৩.৭] মোবাইল কোর্ট পরিচালনা [২.১] নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান [২.২] নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ কর্মসূচি

ক্রমিক	নীতি/পরিকল্পনার নাম	নীতি/পরিকল্পনার যে অংশের আলোকে এপিএ'র কার্যক্রম গ্রহণ করা	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ'র
২.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	**লক্ষ্যমাত্রা** ২.১- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে, অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো। ২.২- ২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী খর্বকায় ও বিকাশরুদ্ধ শিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরণের অপুষ্টির অবসান। ১৪.১- ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরণের সামুদ্রিক দূষণ, বিশেষ করে স্থলভিত্তিক কর্মকান্ড, সামুদ্রিক (নৌ) আবর্জনা ও পুষ্টি-দূষণ (পুষ্টিদায়ী পদার্থের আধিক্যজনিত দূষণ) উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস ও প্রতিরোধ।	[২.১] নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান [২.২] নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ কর্মসূচি [২.৩] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম [২.৪] নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে গৃহিণীদের সাথে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক
৩.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন	(৫৬ তম সভার ৪ নং সিদ্ধান্ত) "জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ২০২০" এর ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সভা, সেমিনার এবং প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের আলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। সেইসাথে এফপিএমইউ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গাইড লাইনের আলোকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ২টিটিভিসি প্রস্তুত করবে।	[২.২] নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ কর্মসূচি ([২.৫] নিরাপদ খাদ্য বিষয়েটিভিসির মাধ্যমে প্রচার)

ক্রমিক	নীতি/পরিকল্পনার নাম	নীতি/পরিকল্পনার যে অংশের আলোকে এপিএ'র কার্যক্রম গ্রহণ করা	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ'র
৪.	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)	**সমন্বিত কর্মকৌশল ছক ৬.২.৩** জীববৈচিত্র্য ও খাদ্যবৈচিত্র্যের জন্য দেশজ ফসল, ফল ও শাকসবজি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। **সমন্বিত কর্মকৌশল ছক ৬.৫.৮** বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানো ও কোডেক্স / ইনফোস্যানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর যথাযথ প্রয়োগের জন্য জবাবদিহি বাড়ানো।	[২.২] নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ কর্মসূচি [৩.১] খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা [৩.২] দেশব্যাপি খাদ্যস্থাপনা ও বাজার মনিটরিং এবং পরিদর্শন [৩.৭] খাদ্য সংরক্ষণাগার/হিমাগার পরিদর্শন

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা SDGs বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর অভীষ্ট লক্ষ্য এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাথে বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমন্বয় করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের SDGs কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে SDGs কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে SDGs কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২৫. সমঝোতা স্মারক সংক্রান্ত:

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে বর্তমানে ১৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রায় ৪৮৬টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে। আবার এসব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের আওতায় এ বিষয়ে প্রায় ১২০টিরও বেশি আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি রয়েছে। এসবের সমন্বয়ের জন্য ইতোমধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের কাঠামো প্রণীত হয়েছে। উক্ত কাঠামোর আওতায় ইতোমধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, Land O'Lakes Venture 37, Ministry for Primary Industries, New Zealand, Waffen Research Laboratory Limited (WR2L) সহ ১৪টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারকের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে:

ক্রমিক	নাম	বিষয়	স্বাক্ষরের তারিখ
১.	খাদ্য অধিদপ্তর	Mutual cooperation in the areas of food control	২১ জুন ২০১৭
২.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	Mutual cooperation in the areas of food safety	২৩ অক্টোবর ২০১৭
৩.	মৎস্য অধিদপ্তর	Mutual cooperation in the areas of fisheries food safety	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৪.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	Mutual cooperation in the areas of food safety	২৩ এপ্রিল ২০১৮
৫.	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	জনসাধারণ/ভোক্তাসাধারণের নিকট নিরাপদ ভোগ্য পণ্য বা খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	১০ জুন ২০১৮
৬.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	Mutual cooperation in the areas of food safety	০৯ জুলাই ২০১৮
৭.	বাংলাদেশ চিংড়ি ও মৎস্য ফাউন্ডেশন	To promote food safety in all segments of the value chains of food productions, especially as such works relate also to the fisheries and aquaculture sector	১৭ ডিসেম্বর ২০১৭
৮.	SNV, Netherlands Development Organization	On Food Safety cooperation.	২৩ জুলাই ২০১৯
৯.	Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS), Dhaka	Research based findings sharing and mutual collaboration & in the areas of food safety, nutrition, public health and related outreach, public awareness, gender equity, capacity development and governance	২৮ জুন ২০২০
১০.	Land O'Lakes Venture37, regarding cooperation under the USAID funded farmer to farmer food safety and quality (F2F FSQ)	Cooperation under the USAID funded farmer to farmer food safety and quality (F2F FSQ)	৩১ জানুয়ারি ২০২১
১১.	Bangladesh Agro Food Efforts (BSAFE) Foundation	Mutual cooperation in the areas of Research, Public Awareness and Capacity Building of Stakeholders.	২৫ আগস্ট ২০২১

ক্রমিক	নাম	বিষয়	স্বাক্ষরের তারিখ
১২.	Ministry for Primary Industries, New Zealand.	Food safety cooperation	২ নভেম্বর, ২০২১
১৩.	Waffen Research Laboratory Limited (WR2L)	General service	৪ জানুয়ারি, ২০২২
১৪.	Bangladesh Food Safety Authority & Land O'Lakes Venture37 (BTF Project under an agreement of U.S. Department of Agriculture USDA)	কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা	১১ এপ্রিল, ২০২২

বিএফএসএ ও ল্যান্ড ও'লেক ভেনসার -৩৭ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর শেষে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের মহোদয়েরে সাথে অন্যান্যরা।

বিএফএসএ ও Ministry for Primary Industries, New Zealand এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বিএফএসএ ও BSAFE ফাউন্ডেশন এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বিএফএসএ ও Waffen Research Laboratory Limited (WR2L) মধ্যে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২৬ .০ কর্তৃপক্ষের গবেষণা ও প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম:

২৬.১ নিরাপদ খাদ্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত:

১। কর্তৃপক্ষের মুজিব কর্ণার স্থাপনঃ

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় এবং প্রটিটি জেলা কার্যালয়ে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

২। লাইব্রেরীর জন্য বই/জার্নাল/প্রকাশনা ক্রয়ঃ

২.১) ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়ক মোট ২০০টি এবং নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত মোট ১৫৫টি বই ক্রয় করা হয়েছে । এছাড়া প্রধান কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয়ের মুজিব কর্নারে সংরক্ষণের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত মোট ২১৭৬টি বই ক্রয় করা হয়।

২.২) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের কারিগরি এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বি এসটি আই) এর মান উইংয়ের আওতাধীন কৃষি ও খাদ্য বিভাগের বাধ্যতামুলক ৮৮টি বাংলাদেশ মান (বিডিএস) ক্রয় করা হয়।

৩। কর্তৃপক্ষের গবেষণাধর্মী কার্যক্রমঃ

কর্তৃপক্ষ সারাবছরব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাধর্মী কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশি বিদেশি সংস্থার সহযোগিতা নেয়া হয়ে থাকে।

৪। কারিগরি কমিটি সংক্রান্ত

কর্তৃপক্ষের ইতোমধ্যে ৬টি কারিগরি কমিটি গঠিত হয়েছে এবং কমিটিসমূহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কারিগরি কমিটি সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন/SOP- এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

২৬.২ কর্তৃপক্ষের প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে বর্তমানে দুটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

ক) Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority (STIRC)

খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।

প্রকল্প সমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority (STIRC) শীর্ষক প্রকল্পের তথ্যাদি।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বিএফএসএর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং খাদ্যের নিরাপদতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- চলমান খাদ্য পরীক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনা এবং খাদ্য পরীক্ষাগারের সহযোগিতা জোরদারকরণ;
- ফুড বিজনেস অপারেটরদের কার্যক্রম তদারকি/মনিটরিং ও তদারকি ব্যবস্থা উন্নতকরণ;
- খাদ্যের নিরাপদতা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানে সহায়তা প্রদান;
- দেশে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

- আন্ত:সংস্থা সহযোগিতা এবং সমন্বয় বৃদ্ধিকরণ;
- সামগ্রিক কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান; এবং
- বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির সাহায্যে নিরাপদ খাদ্যসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যের নিরাপদতা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে সহায়তা করা।

প্রকল্পের সার সংক্ষেপ:

১.	মন্ত্রণালয়	:	খাদ্য মন্ত্রণালয়
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৩.	প্রকল্পের নাম	:	"Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority"
৪.	প্রকল্পের ধরন	:	কারিগরি
৬.	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কম্পোনেন্ট	:	পরিদর্শন ও পরীবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ, প্রশিক্ষণ, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক গাইডলাইন, এসওপি (SOP) প্রস্তুত, ল্যাবরেটরি ম্যানুয়াল, প্রমানভিত্তিক মনিটরিং চালুকরণ, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রচার-প্রচারণা সামগ্রী প্রস্তুত এবং প্রচার, ফুড টেস্টিং রেফারেন্স ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্যতা ইত্যাদি
৭.	প্রকল্পের প্রত্যাশিত আউটপুট	:	পরিদর্শন ও পরীবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকৃত, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক গাইডলাইন, এসওপি (SOP) প্রস্তুতকৃত, প্রমানভিত্তিক মনিটরিং চলমান, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রচার-প্রচারণা সামগ্রী প্রস্তুতকৃত এবং প্রচারিত
৮.	প্রকল্প এলাকা (প্রয়োজনে সংযুক্তি ব্যবহার করুন)	:	সারাদেশ
৯.	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬
১০.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪২.২২ কোটি টাকা
		:	জিওবি ১২.৪২ কোটি (২৯.৩৯%) + প্রকল্প সাহায্য ২৯.৮১ কোটি টাকা(৭০.৬১%)
১১.	জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	৪.৮১ কোটি (জিওবি ০.৫৩ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৪.২৮ কোটি) টাকা
১২.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীর নাম	:	জাইকা

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের "Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority" কারিগরি প্রকল্পটি জাপান সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নে একনেক কর্তৃক অনুমতি লাভ করে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪২.২২ কোটি টাকা, তার মধ্যে সরকারি ব্যয় ১২.৪২ কোটি টাকা এবং জাইকা কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য ২৯.৮১ কোটি টাকা। শতকরা হিসাবে সরকারি ব্যয় ২৯.৩৯% এবং প্রকল্প সাহায্য ৭০.৬১%

১। স্থানীয় প্রশিক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও তদারকি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। এছাড়াও নমুনা সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রেরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তা এবং ৭০০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক/নমুনা সংগ্রহকারীদের খাদ্য নিরাপদতার বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের জিওবি অংশে ০৫ ব্যাচে কর্মকর্তাদের এবং ১০টি ব্যাচে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক/নমুনা সংগ্রহ সহকারীদের ToT (Training of Trainers) প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রকল্পের জাইকা অংশে ১৮২ ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

২। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফর

খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন, খাদ্য পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও তদারকি কার্যক্রম, নমুনা সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে জাপান অথবা অন্যান্য উন্নত দেশে ৬০ জন কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে।

৩। সেমিনার/ওয়ার্কশপ

খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ে সকল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের জাইকা অংশে ০৫টি কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ, ৩৬টি বিভাগীয় ওয়ার্কশপ এবং জিওবি অংশে ১০টি জেলা পর্যায়ে ওয়ার্কশপ আয়োজিত হবে।

৪। সচেতনতা, প্রচার ও প্রচারণা কার্যক্রম

জনগণের মাঝে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট,টিভি ক্লিপ এবং অন্যান্য প্রচার-প্রচারণা সামগ্রী প্রস্তুত এবং প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫। ফুড টেস্টিং রেফারেন্স ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই

এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সীমানায় একটি অ্যাক্রিডিটেড ফুড টেস্টিং রেফারেন্স ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার সহোযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন কারিগরি প্রকল্পটি ২০২১ এর জুনে কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জিওবি খাতে ১২২ (একশত বাইশ) লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। তার মধ্যে ৬১ (একষট্টি) লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয় এবং ৫২.৮৬৬ (বায়ান্ন লক্ষ আটশত ছিষট্টি) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ জিওবি খাতে অবমুক্ত টাকার ৮৬.৬৬% টাকা ব্যয়িত হয়। অপরদিকে বৈদেশিক সাহায্য বাবদ জাইকা কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাজেট ৫৮১.৩২ (পাঁচশত একাশি লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকার পুরোটাই অবমুক্ত হয়। এর মধ্যে ৪২৮.৭৫ (চারশত আটাশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা ব্যয়িত হয় যা ৭৩.৭৫%।

ভৌত অগ্রগতি:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকারিভাবে এ প্রকল্পের আওতায় একটি ওয়ার্কশপ ও একটি প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহীত হয়েছে। দেশের ১১টি জেলায় ফুড টেস্টিং কিড ও কেমিক্যাল সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্প অফিসের জন্য আসবাবপত্র, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার ও স্ক্যানার সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া জনসচেতনতার জন্য ৭ (সাত)টি জনবহুল পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রকল্প সহায়তার আওতায় (জাইকা) দেশি ও বিদেশি কনসালটেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় সেমিনার/ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্যটিভিসি, পোস্টার, লিফলেট তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকল্প সহযোগী **জাইকা** কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম:

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০২১ – জুন ২০২৬

প্রথম পর্যায়ঃ জুলাই ২০২১ – জুন ২০২৩, দ্বিতীয় পর্যায়ঃ জুলাই ২০২৩ – জুন ২০২৬

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪২.২৩ কোটি (জি ও বি ১২.৪২ কোটি; প্রকল্প অনুদান ২৯.৮১ কোটি)

জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়ঃ ৪২৮.৭৫ লক্ষ (প্রকল্প অনুদানের খাত)

প্রকল্প জনবলঃ আন্তর্জাতিক পরামর্শক-৫ জন এবং দেশীয় পরামর্শক-৬ জন

STIRC মূলত কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন এর নিমিত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ-

১। নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তাগণের কার্যাবলির উপর প্রারম্ভিক জরিপঃ

জরিপ মেয়াদকালঃ ২১-২৩ সেপ্টেম্বর। এটি অনলাইন জুম প্লাটফর্ম এ সম্পন্ন হয়। ৬৫ জন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা এই জরিপে অংশগ্রহণ করেন।

২। দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকগণের প্রারম্ভিক জরিপঃ

জরিপ মেয়াদকালঃ ১০ অক্টোবর-০৭ নভেম্বর। ১০টি পাইলট জেলার ১৪০ জন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক এই জরিপে অংশগ্রহণ করেন।

৩। পাইলট জেলার খাদ্যস্থাপনা এবং রেস্তোরাঁগুলির প্রারম্ভিক জরিপঃ

জরিপ মেয়াদকালঃ ১৭ নভেম্বর-০৩ ডিসেম্বর। ১০টি পাইলট জেলার ৭৮টি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি খাদ্যস্থাপনায় STIRC প্রকল্প জরিপটি সম্পন্ন করে।

STIRC প্রকল্পের আওতায় মনিটরিং কার্যক্রম

৪। নিরাপদ খাদ্য জনসচেতনতামূলক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।

জরিপ বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ ০৯ নভেম্বর-২০ নভেম্বর। ৬৪ জেলার ৫২৫০ জন এই জরিপে অংশগ্রহণ করেন।

৫। পরীক্ষাগার সংক্রান্ত প্রারম্ভিক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।

২৩ জানুয়ারী থেকে ০২ ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত দুই জন জাপানি বিশেষজ্ঞ এবং দেশীয় পরামর্শকগণ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত ল্যাবরেটরি পরীক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি এবং পরীক্ষা কার্যক্রম নিয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। ল্যাবরেটরি টেস্টিং এবং পরীক্ষার সুবিধাগুলির বর্তমান অবস্থা জানতে প্রকল্প দল ২টি পাবলিক (ডিএসসিসি এবং আইপিএইচ), ২টি বেসরকারী ল্যাবরেটরি (WAFFEN & ICDDRB), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সিলেট জেলা কার্যালয় এবং ৪টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (সরঞ্জাম এবং কনজিউমএবল সামগ্রী) পরিদর্শন করেন।

৬। পাইলট জেলাসমূহে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এর উপর কর্মশালাঃ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষে STIRC প্রকল্প ২২-২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তিন দিনব্যাপী উক্ত কর্মশালা আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় ১১টি পাইলটিং জেলার নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা এবং প্রধান কার্যালয়ের পরিসংখ্যান কর্মকর্তাসহ প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন করে সর্বমোট ২১ কর্মকর্তা উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এর উপর কর্মশালা

৭। বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট ওনার্স এসোসিয়েশনের সাথে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে STIRC প্রকল্প ৫ জানুয়ারি, ২০২২ এক দিনব্যাপী উক্ত কর্মশালা আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট ওনার্স এসোসিয়েশনের ৯ জন শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৮। বাংলাদেশ সুইটমিট মানুফ্যাকচারারস এসোসিয়েশনের সাথে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে STIRC প্রকল্প ১২ জানুয়ারি, ২০২২ এক দিনব্যাপী উক্ত কর্মশালা আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশ সুইটমিট মানুফ্যাকচারারস এসোসিয়েশনের ১০ জন শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৯। খাদ্য প্রস্তুতকারক এবং রেস্তোরাঁগুলির জন্য খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক মৌলিক নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে (বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ)।

মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য বিপত্তি সমূহ কিভাবে কারখানা/রেস্তরাঁয় আসে, অণুজীব নিয়ন্ত্রণ, রাসায়নিক খাদ্য বিপত্তি নিয়ন্ত্রণ এবং ভৌত খাদ্য বিপত্তি- (বহিঃস্থ বস্তু) বস্তু নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ২৩ পাতার একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে (বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ)। উক্ত নির্দেশিকাটি TOT প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করা হবে।

১০।রেস্তোরাঁ কর্মীদের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে (বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ)।

হোটেল-রেস্তোরাঁতে খাদ্য প্রস্তুতকরণের প্রতিটি ধাপে খাদ্য বিপত্তি নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন চেকলিস্ট বিষয়ে ২২ পাতার একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে (বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ)। উক্ত নির্দেশিকাটি TOT প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করা হবে।

১১। মিষ্টি কারখানার কর্মীদের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে (বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ)।

মিষ্টি প্রস্তুতকরণের প্রতিটি ধাপে খাদ্য বিপত্তি নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন চেকলিস্ট বিষয়ে ১৯ পাতার একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে (বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ)। উক্ত নির্দেশিকাটি TOT প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করা হবে।

১২। দ্রুত পরীক্ষণের জন্য (Rapid Test) নিম্নবর্ণিত ৪টি এসওপি (SOP) প্রস্তুত করা হয়েছে।

ক্রমিক	এসওপি	এসওপি এর নাম
১.	এসওপি-১	দ্রুত পরীক্ষণের জন্য খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, পরিবহন এবং সংরক্ষণ
২.	এসওপি-২	3M পেট্রিফিল্ম প্লেট ব্যবহার করে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষণ (অ্যারোবিক প্লেট কাউন্ট)
৩.	এসওপি-৩	দ্রুত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সনাক্তকরণ (SWAB পরীক্ষা)
৪.	এসওপি-৪	ল্যাবরেটরি সরঞ্জামাদির এর কার্য পদ্ধতি

১৩। ১১টি পাইলট জেলার জন্য ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে। এর মাধ্যমে 3M পেট্রিফিল্ম প্লেট ব্যবহার করে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষণ (অ্যারোবিক প্লেট কাউন্ট), আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত) এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সনাক্তকরণ কিটের (SWAB পরীক্ষা) মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সনাক্তকরণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা হবে।

STIRC প্রকল্পের আওতায় র‍্যাপিড টেস্ট ইকুইমেন্ট হস্তান্তরের স্থিরচিত্র

১৪। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের ToT প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুতকরণ।

১১টি পাইলট জেলা (ঢাকা মেট্রোপলিটান, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিলেট, বগুড়া, দিনাজপুর, খুলনা, নওগাঁ, এবং বরগুনা) জেলার প্রতিটি উপজেলার একটি বিদ্যালয় থেকে ২ জন করে শিক্ষককে (শিক্ষক-১ এবং শিক্ষিকা-১) TOT প্রশিক্ষণ প্রদান এর জন্য খাদ্য নিরাপদতার মৌলিক বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে উক্ত প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ মডিউল TOT প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করা হবে এবং প্রশিক্ষণ মডিউল এর সহায়তায় শিক্ষক মহোদয়গণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

১৫। হোটেল-রেস্টুরেন্টের জন্য উত্তম ও খারাপ চর্চা সম্পর্কিত পোস্টার প্রস্তুতকরণ। হোটেল-রেস্টুরেন্টের জন্য উত্তম ও খারাপ চর্চা সম্পর্কিত ৫০০০ পোস্টার প্রস্তুত করা হয়েছে। ১১টি পাইলট জেলায় উক্ত পোস্টার বিতরণ করা হবে।

১৬। ঢাকা, বরগুনা, কুমিল্লা, এবং নওগাঁতে "মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের মৌলিক খাদ্য নিরাপদতা ও স্বাস্থ্যবিধি" বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

ক) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষে STIRC প্রকল্প ১৩ মার্চ, ২০২২ এক দিনব্যাপী"মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের মৌলিক খাদ্য নিরাপদতা ও স্বাস্থ্যবিধি" বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় ঢাকা মেট্রোপলিটান ও ঢাকা জেলার ৩৫ জন মিষ্টি প্রস্তুতকারক কারখানার মালিক, ম্যানেজার ও কর্মী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

খ) STIRC প্রকল্প ১৩ মার্চ, ২০২২ এক দিনব্যাপী গ্র্যান্ড খান রেসটুরেন্ট, বরগুনা তে "মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের মৌলিক খাদ্য নিরাপদতা ও স্বাস্থ্যবিধি" বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় বরগুনা জেলার ৪১ জন মিষ্টি প্রস্তুতকারক কারখানার মালিক, ম্যানেজার ও কর্মী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গ) STIRC প্রকল্প ২৩ মে, ২০২২ এক দিনব্যাপী অয়েসিস হোটেল কনভেনশন হল, কুমিল্লা তে "মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের মৌলিক খাদ্য নিরাপদতা ও স্বাস্থ্যবিধি" বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় কুমিল্লা জেলার ৩১ জন মিষ্টি প্রস্তুতকারক কারখানার মালিক, ম্যানেজার ও কর্মী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ঘ) STIRC প্রকল্প ২৩ মে, ২০২২ এক দিনব্যাপী ম্যানিলা চাইনিজ রেসটুরেন্ট, নওগাঁ তে "মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের মৌলিক খাদ্য নিরাপদতা ও স্বাস্থ্যবিধি" বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় নওগাঁ জেলার ৩১ জন মিষ্টি প্রস্তুতকারক অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৭। ভাল ও মন্দ অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে ভিডিও প্রস্তুতকরণ। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, পারস্পরিক দূষণ এবং আলাদা রাখার গুরুত্ব, খাদ্য বিপত্তিসমূহ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধাপসমূহ বিষয়ে ৩৫ মিনিটের ভিডিও প্রস্তুতকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এটি প্রশিক্ষণ সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

১৮। BFSA এর কার্যক্রম ডিজিটালাইজকরণ।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যাবলিসমূহ ডিজিটালাইজ করার জন্য একটি অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা হবে। এটি ব্যবহারকারীদের জন্য সহায়ক হবে কারণ এটি সময়-সাশ্রয়ী, সুবিধাজনক এবং প্রতিটি প্রয়োজনীয় নথির সাথে আপডেট করা হবে। অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইট ডেভেলপ এর জন্য STIRC প্রকল্প বিএফএসএ সদর দপ্তর এবং জেলা কার্যালয় সমূহের সমস্যা, চ্যালেঞ্জ এবং বর্তমান কাজের প্রক্রিয়া চিহ্নিত করার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই এর পরে, STIRC প্রকল্প একটি ডেমো অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম ডেভেলপ করবে এবং ০৩ মাস পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম এর আউটপুট পর্যবেক্ষণ করবে। সর্বশেষে পরামর্শকবৃন্দ আর্থিক বাজেট সহ অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমের একটি পূর্ণ ToR প্রস্তাব করবেন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

পটভূমি:

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে লাল-সবুজের বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অদম্য। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিলো একটি সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা'। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয়ে একটি সুস্থ-সবল, মেধাবি ও কর্মক্ষম জাতি গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।পিউর ফুড অর্ডিন্যান্স (**Pure Food Ordinance, 1959**) প্রবর্তনের পর দীর্ঘ সময় কালেও বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব না হওয়ার কারণ হিসেবে যুগোপযোগী নিরাপদ খাদ্য আইন প্রণীত না হওয়া এবং আইন দ্বারা গঠিত নিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ না থাকাসহ নিরাপদ খাদ্যসংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতাকে চিহ্নিত করা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশের আপামর মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেজাল ও দূষণমুক্ত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় এবং একটি কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ আইন প্রবর্তন করা হয়। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যকর এ আইনের অধীনে সরকার ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করে।

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষ জনবল, প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ, খাদ্যবিষয়ে কল সেন্টার ও এ্যাপস নির্ভর অভিযোগ ও মতামত গ্রহণ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কিটস সমৃদ্ধ মোবাইল ল্যাবরেটরি ইত্যাদি সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নত ও কার্যকর মনিটরিং তথা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- খাদ্যে ভেজাল ও দূষণ রোধ করার লক্ষ্যে খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোবাইল ল্যাবরেটরি চালু করা এবং খাদ্য নমুনা বিশ্লেষণের জন্য বিএফএসএ প্রধান কার্যালয়ে মিনি ল্যাবরেটরি ও ক্যামিকেল স্টোর স্থাপন করা;
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা, কর্মচারি, অংশীজন এবং সংশ্লিষ্ট খাদ্যব্যবসায়ীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- বিএফএসএ প্রধান কার্যালয়ে ডাটাবেইজ তৈরির মাধ্যমে সারাদেশের খাদ্যস্থাপনা, রেস্তোরাঁ ও বাজার ইত্যাদির হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ ও নজরদারি (Surveillance) কার্যক্রম জোরদার করা;
- জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগ, আপত্তি, মতামত, পরামর্শ ও করণীয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অনলাইন কল সেন্টার স্থাপন; এবং
- জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসসহ অনুরূপ অন্যান্য দিবসে র‍্যালি এবং প্রচার/প্রচারণা,টিভি ক্লিপ, ভিডিও ইত্যাদি প্রচার এবং বিভিন্ন প্রকাশনা (বুকলেট, লিফলেট, গাইডলাইনস, এসওপি) ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সারাদেশে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের সার সংক্ষেপ

১. প্রকল্পের শিরোনাম : বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ) : বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ)
৪. পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৫. প্রকল্প শুরুর তারিখ : ০১ জুলাই, ২০২১ খ্রি.
৬. প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

মোট	:	৮৮০৫.৯৩ লক্ষ টাকা
জিওবি	:	৮৮০৫.৯৩ লক্ষ টাকা
নিজস্ব অর্থ	:	০.০০ লক্ষ টাকা
অন্যান্য	:	০.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	টাকা (লক্ষ টাকায়)
২০২১-২০২২	**৯৯২.১৯**
২০২২-২০২৩	**৪৭৪৭.৪৮**
২০২৩-২০২৪	**১৯৩৯.২২**
২০২৪-২০২৫	**১১২৭.০৫**
মোট	**৮৮০৫.৯৩**

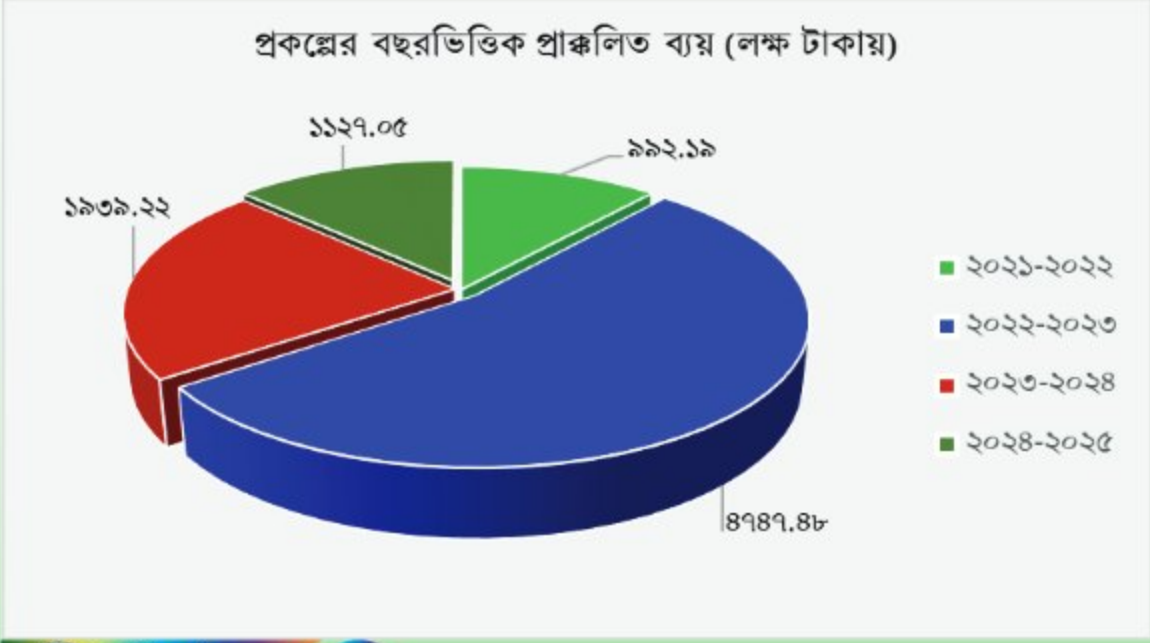

প্রকল্প এলাকা:

সমগ্র বাংলাদেশ

প্রকল্পের কার্যক্রম:

১. ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা:

মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকগণ খাদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, খাদ্য তৈরির কারখানা, সংরক্ষণাগার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার দোকান, স্থাপনা, হোটেল, ফল-মূলের দোকানসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের খাদ্য ও খাদ্যের উপকরণ নিয়মিতভাবে তদারক করে থাকেন এবং নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। তাদের এ সকল কার্যক্রমকে আরও বেগমান ও দৃশ্যমান করা এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করার জন্য আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে অনলাইন সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম চালু করা হবে।

২. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন্য ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ:

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ দেশব্যাপি কার্যকর করার জন্য খাদ্যব্যবসা ও উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার এর তালিকা প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সারা দেশব্যাপি খাদ্য ব্যবসায়ের সহিত সম্পৃক্ত সকল উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী, মজুতকারী, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারীগণ, আমদানী ও রপ্তানীকারকগণ, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীদের এ প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত সফটওয়ার ব্যবহার করে একটি উন্নত ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে এবং উক্ত ডাটাবেইজ ব্যবহার করে খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন, মনিটরিং এবং খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩. মোবাইল ল্যাবরেটরি চালুর মাধ্যমে খাদ্যপরীক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ:

খাদ্যে ভেজাল ও দূষণ রোধ করার লক্ষ্যে খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ সুবিধার জন্য প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে ০৮ (আট)টি বিভাগে ০৮ (আট)টি মোবাইল ল্যাবরেটরি চালু করা হবে। মোবাইল ল্যাবরেটরি চালুর মাধ্যমে দেশব্যাপি খাদ্যের তাৎক্ষণিক পরীক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রধান কার্যালয়ে মিনি ল্যাবরেটরি ও ক্যামিকেল স্টোর স্থাপনের মাধ্যমে নমুনা বিশ্লেষণ সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৪. সচেতনতামূলক কার্যক্রম

সারা দেশে সকল শ্রেণি ও পেশার জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ কার্যক্রমের আওতায় কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ১৫৫০টি কর্মশালা/সেমিনার/র‍্যালি আয়োজন করা হবে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবসা সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারসহ সমাজের সকল শ্রেণির জনসাধারকে ভেজাল খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সচেতনতামূলক সিনেমা, ভিডিও, প্রতিবেদন তৈরি ও প্রচারের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার তথ্য সম্বলিত বিলবোর্ড সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলায় স্থাপনসহ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন,টিভি ক্লিপ, ভিডিও ইত্যাদি প্রচার করা হবে। এছাড়া দেশের আনাচে-কানাচে পোস্টার ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে জনসাধারণসহ সকল স্টেকহোল্ডারকে খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে সচেতন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নওগাঁ জেলা কর্মশালায় উপস্থিত মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

৫. কল সেন্টার স্থাপন:

সারাদেশে ভেজাল খাদ্য সম্পর্কে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ও সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য ও অনুসন্ধানের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই, ফলে জনগণ 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' এর আলোকে তার করণীয় সম্পর্কে অবহিত নয়। জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগ, আপত্তি, মতামত ও পরামর্শ তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ এবং এ বিষয়ে পরামর্শ ও করণীয় সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য অনলাইন কল সেন্টার স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কলসেন্টারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞগণ সমস্যা সমাধানে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবেন।

৬. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, খাদ্য তৈরির কারখানার কর্মচারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা, হোটেল/রেস্তোরাঁ মালিক এবং ফল-মূলের ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এ প্রকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে সনদ বিতরণ

প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী:

সারা দেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় ২৫ লক্ষ খাদ্যসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর মধ্যে থেকে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম বারের মত ১,৫৭,২৪০ (এক লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত চল্লিশ) জন অংশীজনকে সম্পৃক্ত করা হবে। সরাসরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৬৪০ জন, কর্মশালার মাধ্যমে ৮০০০ জন এবং উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালির মাধ্যমে ১,৪৭,৬০০ জন খাদ্য উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, উৎপাদনে জড়িত কর্মচারী, হোটেল ব্যবসায়ী ও কর্মচারী, ফল বিক্রেতাসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা হবে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রমিক	কার্যক্রমের বিবরণ	২০২১-২০২৪ লক্ষ্যমাত্রা	২০২১- ২০২২ অর্থ বছরে অর্জন
১.	জনসচেতনতামূলক অডিও ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মান	১০টি	-
২.	জনসচেতনতামূলক বিলবোর্ড স্থাপন	৪৯৭টি	-
৩.	বুকলেট, লিফলেট, গাইডলাইন, এসওপি ইত্যাদি তৈরি ও বিতরণ	থোক	১.২ লক্ষ
৪.	খাদ্য ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ	৬০ ব্যাচ	১২ ব্যাচ
৫.	প্রকল্পের ল্যাব যন্ত্রপাতি পরিচালনা বিষয়ে কর্মকর্তা কর্মচারিদের	৭ ব্যাচ	-
৬.	ওয়ার্কশপ ও সেমিনার (কেন্দ্রীয়-২, বিভাগীয়-৮, জেলা-৬৪)	৭৪টি	৮টি
৭.	উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ও অনুরূপ দিবস উপলক্ষে প্রচার প্রচারণা ও র‍্যালি আয়োজন	১৪৭৬টি	৬৩টি
৮.	মোটর সাইকেল বিতরণ (জেলা অফিস ও সদর দপ্তর)	৬৮টি	৩৭টি
৯.	মিনি ল্যাবরেটরি কাম সাইনটিফিক ষ্টোর স্থাপন	১টি	ফেব্রিকেশন সম্পন্ন
১০.	কম্পিউটার (ডেস্কটপ-৬৮ ও ল্যাপটপ-৬৮), লেজারজেট প্রিন্টার-৬৮, ইউপিএস-৬৮ ও অন্যান্য সরঞ্জাম বিতরণ (জেলা অফিস ও সদর দপ্তর)	২৭২টি	ডেস্কটপ-১০টি ও ল্যাপটপ-১৭টি প্রিন্টার-৭টি
১১.	ফটোকপিয়ার-৬৮, ফ্যাক্স-৬৮, স্ক্যানার-৬৮, মাল্টিমিডিয়া (প্রজেক্টর স্ক্রিন সহ)-৬৬, বিতরণ (জেলা অফিস ও সদর দপ্তর)	২৭০টি	-
১২.	আসবাবপত্র বিতরণ (প্রকল্প অফিস ও জেলা পর্যায়ের অফিসসহ)		প্রকল্প অফিসে সরবরাহ সম্পন্ন
১৩.	মোবাইল ল্যাবরেটরি (ভেইকেল, যন্ত্রপাতিসহ) সংগ্রহ	৮টি	কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
১৪.	রেফ্রিজারেটর (-২০ ডিগ্রি সে. ল্যাবগ্রেড) (জেলা অফিস ও সদর	৭০টি	-
১৫.	আইস বক্স ও সেম্পল কালেকশন কিট বিতরণ (জেলা অফিস ও	৪৯২টি	-
১৬.	ডাটা বেইজ স্থাপন	১টি	-
১৮.	কল সেন্টার স্থাপন	১টি	বিটিআরসি থেকে শর্ট কোড নম্বর পাওয়া গেছে

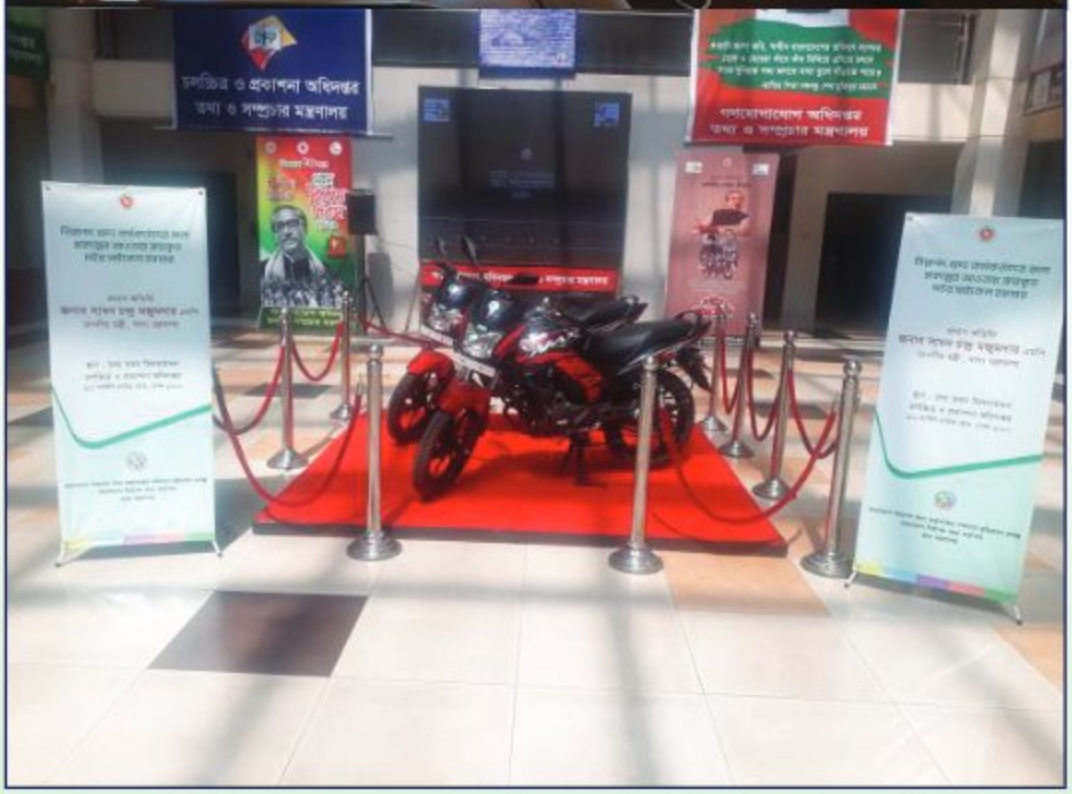

প্রকল্পের আওতায় মোটরসাইকেল বিতরণ

উপসংহার:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন'। তাঁর স্বপ্নই ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার। বঙ্গবন্ধুর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রয়োজন সুস্থ, সবল, সৃজনশীল ও দক্ষ জনবল। আর এ জনবল তৈরি এবং জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার লক্ষ্যে অনেক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংস্পূর্ণ। বাংলাদেশ আজ খাদ্য রপ্তানীকারক দেশ। এখন দেশের লক্ষ্য নাগরিকদের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুর্বণ জয়ন্তীতে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে যার যার অবস্থান হতে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই জাতির পিতার স্বপ্ন সফল ও স্বার্থক হবে। পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জিং কাজ তবে অসম্ভব নয়। ২০৩০ এর মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়তে হলে কেবল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয় বরং নিরাপদ ও পুষ্টিসম্মত খাদ্যের মাধ্যমে অপুষ্টির অভাব দূর করে সুস্থ সবল মেধাবী জাতি গঠন নিশ্চিত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত ১৪ বছররে শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতষ্ঠিা পয়েছে। আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামো খাতে বাংলাদশের বিস্ময়কর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দ্য ইকোনমিস্ট-এর ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬৬টি উদীয়মান সবল অর্থনীতির দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৯ম। ওর্য়াল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০৩৩ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। তারই সূত্র ধরে এবারের জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "সু-স্বাস্থ্যের মূলনীতি, নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যবিধি"।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে পারি দেশের খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন ধাপে বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন হতে খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত খাদ্যকে জনগণের জন্য নিরাপদ করা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পর্যায়ে সমস্যাবলি এবং চ্যালঞ্জেসমূহ চিহ্নিত করে উত্তোরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হব। দেশে মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য সংস্থানের মাধ্যমে এসডিজির অভীষ্টসমূহ অর্জনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, বিএফএসএ-এর কার্যক্ষেত্র সম্প্রদসারণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যশৃঙ্খলের নিরাপদতার মান উন্নয়ন, তদারকি, আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরার্মশ এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মাত্র ছয় বছরের একটি নবীন সংস্থা; এ সংস্থাকে যথাযথভাবে কার্যকর এবং শক্তিশালী করার জন্য সরকারের ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দিকনির্দেশনা মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। ফলশ্রুতিতে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা র্অজন এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করবে এবং দেশের সকল মানুষের পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে-এ প্রত্যাশা হোক আমাদের সকলের।

২৭. কারিগরি কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা:

ক্রমিক	কারিগরি কমিটির নাম	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম
(১)	খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ক ((Food Additives, Flavoring, Processing Aids & Materials)	১। **Dr. Md. Borhan Uddin,** Prof. (retd), Department of Food Technology & Rural Industries, Bangladesh Agricultural University ২। **Dr. Md. Zahurul Hoque,** Director (retd), Institute of Food Science & Technology (IFST), BCSIR ৩। **Dr. Md. Humayun Kabir,** Director (rtd) BSTI and Ex. DG. SARSO ৪। **Dr. Abu Torab Md. Abdur Rahim,** Professor, Institute of Nutrition and Food Science, DU ৫। **Dr. Ismail Hossain,** Professor, Department of Fisheries, BAU ৬। **Dr. Shahnila Ferdousi,** Professor, Dhaka medical College & Head, Food safety Laboratory, IPH ৭। **Dr. Mala Khan,** Director, Designated Reference Institute for Chemical Measurement, BCSIR ৮। **Dr. Miaruddin,** Chief Scientific officer, Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) ৯। **Prof. Dr. Md. Samsuddin,** Redd. Prof. BAU and V.C. German University
(২)	কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ বিষয়ক (Pesticides & Antibiotics Residues)	১। **Dr. Atiq Rahman,** Executive Director of BCAS ২। **Akhter Hossain Chowdhury** Professor, Department of Agriculture Chemistry Bangladesh Agricultural University (BAU) ৩। **Dr. Md. Mahbubur Rahman** Project Coordinator , Emerging Infections Infectious Diseases Division, ICDDR-B ৪। **Dr. MD. Mehedi Hasan** Director (retd) Department of livestock ৫। **Dr. Sk. Nazrul Islam** Professor & Director Institute of Nutrition and Food Science (INFS), DU

ক্রমিক	কারিগরি কমিটির নাম	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম
		৬। **Dr. Sultan Ahmed** Principal scientific officer Bangladesh Agricultural Research Institute, Gazipur ৭। **Dr. Kamrul Hasan** Professor, Department of Horticulture Bangladesh Agricultural University (BAU) ৮। **Dr. Shamshad B. Quraisi** Chief scientific officer Bangladesh Atomic Energy commission ৯। **Nittya Ranjon Biswas** Add. DG (Retd), Department of Fisheries
(৩)	জেনেটিক্যালি সংশোধিত জীবাণু ও খাদ্য বিষয়ক (Genetically Modified Organisms and Foods)	১। **Dr. Imdadul Hoque,** Professor, Department of Botany and Dean, Faculty of Biological Sciences. University of Dhaka. ২। **Mr. Soliaman Haider,** Director, Department of Environment and Member Secretary, Biosafety, Core Committee (BCC), DoE ৩। **Dr. Aporna Islam,** Associate Professor, Department of Biotechnology, BRAC University and Country manager, South Asia Biosafety Program (SABP) ৪। **Dr. Zeba Islam Seraj,** Professor, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Dhaka ৫। **Dr. Yusuf Akand,** Principal Scientific Officer, Biotechnology Division, Bangladesh Agricultural esearch Institute (BARI) ৬। **Dr. Shahidul Islam,** Professor, Department of Biotechnology, Bangladesh Agricultural University (BAU) ৭। **Dr. Md. Aziz Zillani Chowdhury,** Member Director (Crops), Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) ৮। **Professor Dr. Md. Ashraful Hoque,** Department of Genetic Engineering and Plant Breeding, Bangladesh Agricultural University

ক্রমিক	কারিগরি কমিটির নাম	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম
(৪)	জৈবিক ঝুঁকি (Biological Risk and Biosecurity) বিষয়ক	১। **Dr. Md Abdul Malek,** Professor, Department of Microbiology, University of Dhaka ২। **Dr. Latiful Bari,** Principal Scientific Officer, Center for Advance Research and Studies (CARS), University of Dhaka ৩। **Dr. Zahid Hayat Mahamud,** Head of Environmental lab, International Centre for Diarrhoeal, Disease Research, Bangladesh (ICDDR-B) ৪। **Dr. Shamima Begum,** Professor, Department of Microbiology, Jagannath University, Dhaka ৫। **Professor Dr. Mozibur Rahman,** Department of Microbiology, University of Dhaka ৬। **Dr. Md. Tanvir Rahman,** Professor, Department of Microbiology and Hygiene, Bangladesh Agricultural University (BAU) ৭। **Dr. Asadul Ghani,** Head Biosafety, International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR-B). ৮। **Dr. Ali Azam Talukder,** Professor, Department of Microbiology, Jahangirnagar University.
(৫)	খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু বিষয়ক (Contaminants in The Food Chain)	১। **Mr. Golam Rahman,** Chairman, Consumer Association of Bangladesh (CAB) ২। **Dr. Emdadul Hoque,** Professor, Department of Botany & Dean, Biological Faculty, Dhaka University ৩। **Dr. Shah Monir Hossain,** Director General (Retd), Directorate General of Health Services. ৪। **Dr. Abdul Malek,** Professor, Department of Microbiology, Dhaka University ৫। **Dr. Md. Mokhlesur Rahman,** Professor, Dept. of Agricultural Chemistry, Bangladesh Agriculutural University. ৬। **Dr. Husna Parveen,** Director (Retd), Bangladesh Council of Scientific & Industrial Research (BCSIR)

ক্রমিক	কারিগরি কমিটির নাম	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম
		৭। **Dr. Aynul Hoque,** Director (Research), Department of livestock ৮। **Dr. Giash Uddin,** Chief Scientific Officer, Bangladesh livestock Research Institute (BLRI) ৯। **Dr. Iqbal Rouf Mamun,** Professor, Department of Chemistry, DU & Former Member, BFSA.
(৬)	মোড়ক পরিচিতি বিষয়ক (Labeling and packaging)	১। **Ms. Majeda Begum,** Retd. Director & Member, BCSIR, Former Member, Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) ২। **Engr. Liaqual Ali,** Former Director BSTI, & Ex. DG, Bangladesh Accreditation Board (BAB) ৩। **Dr. Shah Mustafizur Rahman,** Head Food safety Unit, Institute of Public Health (IPH), Directorate General of Health ৪। **Mr. Golam Rahman,** Former Secretary, Government of Bangladesh and Chairman, *Consumers Association of Bangladesh (CAB)* ৫। **Mr. Nurul Afsar,** Former Director, General of Food and Former NTL, FAO Project ৬। **Director CM/Standard of BSTI,** to be nominated by DG Bangladesh Standards & Testing Institution (BSTI) ৭। **Mr. Moinul Hoque,** Retd Add. Sec. and Former Member, Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) ৮। **Dr. Mozammel Hoque,** Professor, Department of Food and Tea Technology, Shahjalal University of Science and Technology (SUST)

২৮. বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরের গ্রেডিং এবং রিগ্রেডিংকৃত হোটেল-রেস্তোরাঁ সমূহ:

২৮.১ গ্রেডিংকৃত হোটেল রেস্তোরাঁর মূল্যায়ণ ফলাফল:

SL.No.	Name	Address	Grade	Obtained marks	Certificates No
1.	Nobabi vhuj	Baily road , Dhaka	A	80	BFSA 202100000107
2.	Nobabi vhuj	Baily road, Dhaka	A	81	BFSA 202100000108
3.	Tawa Restaurant	1178 Choumatha C & B road, Barishal.	A	80	BFSA 202100000109
4.	Café Star	Battala , Barishal	A	80	BFSA 202100000110
5.	Hotel Grand	Bandh road ,	A+	91	BFSA 202100000111
6.	Deshi Vhuj	Ronals Road, Jhalkathi	A	86	BFSA 202100000112
7.	Burger Club Food court	Kamarpotty, Jhalkathi	A	84	BFSA 202100000113
8.	Noha Garden Chinese Restaurant & fastfood	Sadar Road,Jhalkathi	B	70	BFSA 202100000114
9.	KFC	Khilgaon	A+	93	BFSA 202100000115
10.	Premium sweets	Gulshan-2, Dhaka	A+	92	BFSA 202100000116
11.	Premium sweets	Gulshan-1, Dhaka	A+	90	BFSA 202100000117
12.	KFC	Dhanmondi-5, Dhaka	A+	93	BFSA 202100000118

SL.No.	Name	Address	Grade	Obtained marks	Certificates No
13.	Bonjour	Golden Plaza, GEC circle, Chittagong	A+	92	BFSA 202100000120
14.	Friolento	Navana Avenue, CRB, Chittagong.	C	61	BFSA 202100000121
15.	KFC Chittagong	CDA Avenue, Sanmar, Chittagong	A+	91	BFSA 202100000123
16.	Sultan's Dine	Masjid golli, 2 No Gate, Nasirabad , Chittagong	A	88	BFSA 202100000124
17.	Red Chilli Restaurant, BFSA	MA Aziz Stadium, Chittagong	C	60	BFSA 202100000125
18.	Zaman Hotel And Biriyani House	GEC Circle, Chittagong	C	59	BFSA 202100000126
19.	Burger King	Balaka Cinema Hall, Dhaka	A+	95	BFSA 202100000127
20.	Nobabi vhuj	Lalbagh, Dhaka	A	88	BFSA 202100000128
21.	KFC	Mirpur -12, Dhaka	A+	92	BFSA 202100000129
22.	Sarinda restaurant	Mymensingh	B	76	BFSA 202100000130
23.	Nobabi restaurant	Notun bazar,Mymensingh	A	81	BFSA 202100000131
24.	Saffron	Rambabu Road,Mymensingh	B	77	BFSA 202100000132
25.	Avanti Aroma	Rambabu Road,Mymensingh	A	87	BFSA 202100000133
26.	Bread And Beyond	West Basabo,Dhaka	A+	91	BFSA 202100000134
27.	Premium Sweets	Motijheel,Dhaka	A+	92	BFSA 202100000135
28.	Nobabi Bhuj	Mohammadpur,Dhaka	A	80	BFSA 202100000136
29.	Premium Sweets	Sector-07, Uttara, Dhaka	A	88	BFSA 202100000137

SL.No.	Name	Address	Grade	Obtained marks	Certificates No
30.	Kasundi	Khilkhet , Dhaka	C	53	BFSA 202100000138
31.	Swiss Bakery	1/c New baily Road ,Dhaka	A	87	BFSA 202100000139
32.	Wood house Grill	11/F Banani, Dhaka	A+	94	BFSA 202100000140
33.	Al faham Restaurant	Purana paltan, Dhaka	B	78	BFSA 202100000141

২৮.২ রি-গ্রেডিংকৃত হোটেল রেস্তোরাঁর পুনঃমূল্যায়ণ ফলাফল:

SL. No.	Name	Address	Grade	Obtained marks	Certificates No	Previo uas grade
1.	Premium sweets	Pubail,Gazipur	A^+	91	BFSARG 202200000134	A^+
2.	Blue Moon Restaurant and party	926/c,khoilgaon (Taltola) ,Dhaka	A	81	BFSARG 202200000135	A
3.	Golden gate	928/c,khoilgaon (Taltola) ,Dhaka	A	81	BFSARG 202200000136	A
4.	Vooter Adda	khoilgaon (Taltola) ,Dhaka	**A+**	90	BFSARG 202200000137	A
5.	Burger king	Sony cinema hall,Mirpur-1	**A+**	**94**	BFSARG 202200000138	A+
6.	Handi	210/211 purajna paltan,Dhaka	**B**	**71**	BFSARG 202200000139	C
7.	Hotel Kastruri	8,purabna paltan Moor,Dhaka	A+	93	BFSARG 202200000140	A+
8.	GFC restaurant	213,shahid nazrul islam sharani,purana	C	60	BFSARG 202200000141	A
9.	Weston Restaurant	1-1/1 Naya paltan,dhaka	A	85	BFSARG 202200000142	A+
10.	Enjoy Restaurant & Fast Food	345,segun bagicha,Dhaka	A	87	BFSARG 202200000143	A

SL. No.	Name	Address	Grade	Obtained marks	Certificates No	Previo uas grade
11.	Bhoj Banglar Shaad	28/A segun bagicha,Dhaka	A	86	BFSARG 202200000144	A
12.	Raj Hotel & Restaurant	7,Bangabandhu avenue,Gulistan	A	82	BFSARG 202200000145	A
13.	Rajdhani Hotel & Restaurant	7,Bangabandhu avenue,Gulistan	A	81	BFSARG 202200000146	A
14.	Bhagyakul Mistanna Bhandar	Northkafrul, Dhaka cantonment.	A+	90	BFSARG 202200000147	A
15.	Shahi Mithai	Dhaka udyan, Mohammadpur,Dhaka	B	71	BFSARG 202200000148	C
16.	Bikrampur Mistanno vandar	Chandrima housing, Mohammadpur,dhaka	C	50	BFSARG 202200000149	C
17.	Banoful & Co.	Hemayetpur,savar,Dhaka	**A+**	**91**	BFSARG 202200000150	A
18.	Hotel café Siddique Restaurant	38,Dilkusha, Motijheel,Dhaka	**A**	**80**	BFSARG 202200000151	A
19.	Dacca Cuisine	33 VIP road, naya paltan ,Dhaka	**C**	**65**	BFSARG 202200000152	A
20.	Mouri Restaurant	30,Bijoynagar,Dhaka	**B**	**78**	BFSARG 202200000153	A
21.	Midnight Sun-3	56, Naya Paltan,VIP Road,Dhaka	**B**	**70**	BFSARG 202200000154	A
22.	Al Kaderia Hotel & Restaurant	3/1-A,East Rampura,DIT road,Dhaka	**A**	**82**	BFSARG 202200000156	A
23.	Bagicha Restaurant	Segunbagicha	**B**	**73**	BFSARG 202200000157	A
24.	Coffee Lime	586/C, Khilgaon, Taltola, Dhaka	**C**	49	BFSARG 202200000158	A

SL. No.	Name	Address	Grade	Obtained marks	Certificates No	Previo uas grade
25.	Mr. Burger	586/3, Shahid Baki Road, Khilgaon, Dhaka	**C**	68	BFSARG 202200000159	A
26.	Popeyes Coffee	384/B, Khilgaon, Taltola, Dhaka	**C**	55	BFSARG 202200000160	B
27.	Bikkrompu r Mistanno Vhander (Lake Circus)	42/A, Lake Circul, Kolabagan, Dhaka.	**C**	53	BFSARG 202200000161	C
28.	Bunkers Cafe & Restaurant	373/B, Khilgaon, Taltola, Dhaka	**C**	63	BFSARG 202200000162	C
29.	New Rajdhani Hotel & Restaurant	7, Bangabandhu Avenue, Gulistan, Dhaka-1000	**A**	80	BFSARG 202200000163	A
30.	Seagull Restaurant	Hossain Tower , 12th floor,plot 116,Naya paltan , Dhaka-1000	**A**	82	BFSARG 202200000164	A
31.	Hotel purbani Internationa l	1,dilkusa C/A,Dhaka -1000	**A+**	91	BFSARG 202200000165	A+
32.	KFC	Wari	**A+**	93	BFSARG 202200000166	A+
33.	KFC	Baily Road	**A**	84	BFSARG 202200000167	A+
34.	Pizza hut	Baily Road	**A**	83	BFSARG 202200000168	A+
35.	Kinnori Restaurant	Pioneer road,kakrail	**A**	84	BFSARG 202200000169	A
36.	Sugandha Foods	Pioneer road,kakrail	**B**	74	BFSARG 202200000170	B
37.	Café Bismillah food zone	Purana Paltan,Dhaka	**B**	75	BFSARG 202200000171	

SL. No.	Name	Address	Grade	Obtained marks	Certificates No	Previo uas grade
38.	Khana Basmati	Purana Paltan,Dhaka	B	71	BFSARG 202200000172	A
39.	Ross Mistanno VandarRoss	1065, Kajlar Par Vangapresh, Damra Road,	B	70	BFSARG 202200000173	A
40.	Mithai	Mulgaon,kaligonj ,Gazipur	A+	94	BFSARG 202200000174	A

২৯. বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে অনুষ্ঠিত জনসচেতনতামূলক সেমিনার বিবরণ:

ক্রমিক	সেমিনারের বিবরণ	তারিখ	স্থান	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	খাদ্যের নিরাপদতা শীর্ষক সেমিনার	০৮/০৯/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, সুনামগঞ্জ	৫০ জন
২.	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পানসী রেস্তোরাঁয় খাদ্যের নিরাপদতা শীর্ষক সেমিনার	০৯/০৯/২০২১	পানসী রেস্তোরাঁ, সিলেট	৫০ জন
৩.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১৬/০৯/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, রাজশাহী	৫০ জন
৪.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	৩০/০৯/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, রংপুর	৫০ জন
৫.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	০৩/১০/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, জয়পুরহাট	৫০ জন
৬.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১২/১০/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, খুলনা	৬০ জন
৭.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১৩/১০/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, মাগুরা	৫০ জন
৮.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৪/১০/২০২১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, শিবগঞ্জ, বগুড়া	৪০ জন
৯.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৫/১০/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, বগুড়া	৫০ জন
১০.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৭/১০/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, মাদারীপুর	৫০ জন
১১.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৭/১০/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, কুমিল্লা	৫০ জন
১২.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৮/১০/২০২১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, শিবচর, মাদারীপুর	৪০ জন
১৩.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৮/১০/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, বরিশাল	৬০ জন
১৪.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৮/১০/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, চাঁদপুর	৫০ জন

ক্রমিক	সেমিনারের বিবরণ	তারিখ	স্থান	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৫.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	০৪/১১/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, নরসিংদী	৫০ জন
১৬.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	০৭/১১/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৬০ জন
১৭.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	০৮/১১/২০২১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, শিবপুর, নরসিংদী	৪০ জন
১৮.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	০৮/১১/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, পঞ্চগড়	৫০ জন
১৯.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	০৯/১১/২০২১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়	৪০ জন
২০.	"নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও বিধি-প্রবিধি সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যম" শীর্ষক সেমিনার	০৯/১১/২০২১	বলরুম, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, শাহবাগ, ঢাকা	১৫০ জন
২১.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১৬/১১/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, সিলেট	৬০ জন
২২.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১৭/১১/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, ঝিনাইদহ	৫০ জন
২৩.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১৮/১১/২০২১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, মহেশপুর, ঝিনাইদহ	৪০ জন
২৪.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৫/১১/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, ময়মনসিংহ	৬০ জন
২৫.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৮/১১/২০২১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ	৪০ জন
২৬.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৯/১১/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ	৫০ জন
২৭.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	৩০/১২/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, নেত্রকোণা	৫০ জন

ক্রমিক	সেমিনারের বিবরণ	তারিখ	স্থান	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২৮.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	০৭/১২/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, শরীয়তপুর	৫০ জন
২৯.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	০৮/১২/২০২১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, নড়িয়া, শরীয়তপুর	৪০ জন
৩০.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১৪/১২/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, সাপাহার, নওগাঁ	৪০ জন
৩১.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৭/১২/২০২১	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	৫০ জন
৩২.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৮/১২/২০২১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ	৪০ জন
৩৩_	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	০৯/০১/২০২২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	৪০ জন
৩৪.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১৪/০২/২০২২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, পবা, রাজশাহী	৪০ জন
৩৫.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	০১/০৩/২০২২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল	৪০ জন
৩৬.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	০৫/০৩/২০২২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, গোলাপগঞ্জ, সিলেট	৪০ জন
৩৭.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১০/০৩/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ	৫০ জন
৩৮.	অটোরাইস মিলগুলোতে রাইসপলিশিং এর পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা তথ্য প্রকাশ শীর্ষক সেমিনার	১৬/০৩/২০২২	প্রশিক্ষণ কক্ষ, প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	৭০ জন
৩৯.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	৩১/০৩/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, পটুয়াখালী	৫০ জন
৪০.	পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে ইফতার সামগ্রী প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত সেমিনার	০৯/০৪/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, ঢাকা।	৬০ জন

ক্রমিক	সেমিনারের বিবরণ	তারিখ	স্থান	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৪১.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১৫/০৫/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, পাবনা	৫০ জন
৪২.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১৯/০৫/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, যশোর	৫০ জন
৪৩.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	০২/০৬/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, লালমনিরহাট	৫০ জন
৪৪.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১২/০৬/২০২২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়, তানোর, রাজশাহী	৪০ জন
৪৫.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১৩/০৬/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, হবিগঞ্জ	৫০ জন
৪৬.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১৫/০৬/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, রাঙ্গামাটি	৫০ জন
৪৭.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	১৬/০৬/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, খাগড়াছড়ি	৫০ জন
৪৮.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২১/০৬/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, মানিকগঞ্জ	৫০ জন
৪৯.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৮/০৬/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, ফরিদপুর	৫০ জন
৫০.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	২৯/০৬/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, গোপালগঞ্জ	৫০ জন
৫১.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	৩০/০৬/২০২২	জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, দিনাজপুর	৫০ জন
৫২.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	৩০/০৬/২০২২	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	৪০০ জন
৫৩.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	৩০/০৬/২০২২	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	২০০ জন
৫৪.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার	৩০/০৬/২০২২	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২০০ জন
			সর্বমোট	৩৩৯০ জন

২৯.১ বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে অনুষ্ঠিত জনসচেতনতামূলক কর্মশালার বিবরণ:

ক্রমিক	সেমিনারের বিবরণ	তারিখ	স্থান	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় শীর্ষক কর্মশালা	১৬/১০/২০২১	প্রধান কার্যালয়	৩৮ জন
২.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মপন্থা অবহিতকরণ শীর্ষক কর্মশালা	২১/১২/২০২১	প্রধান কার্যালয়	৪০ জন
৩.	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহযোগিতায় কক্সবাজারের ফুড ভেন্ডরদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা	২১/০৪/২০২২	কক্সবাজার	৫০ জন
৪.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নমূলক কর্মশালা	৩১/০৫/২০২২	সিনেট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৭০ জন
৫.	বাংলাদেশ আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে কর্মশালা	০৭/০৪/২০২২	বিপিএটিসি, সাভার জেলা।	২৫৩ জন
				সর্বমোট= ৪৫১ জন

৩০. বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে মোবাইল ল্যাবরেটরিতে মাসভিত্তিক নমুনা পরীক্ষার ফলাফল:

মাসের নাম	সংগৃহীত নমুনার নাম	পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা	প্যারামিটার	ফলাফল	পোস্টার বিতরণের সংখ্যা	লিফলেট বিতরণের সংখ্যা	বুকলেট বিতরণের সংখ্যা	টিভিসি প্রচার (ঘন্টা)
জুলাই ২০২১	করোনা মহমারীর কারণে কার্যক্রম বন্ধ ছিল							
আগস্ট ২০২১	মাছ	২২	ফরমালিন	ফরমালিন মুক্ত	৮৫	৫৫	৬৮	১৬
সেপ্টেম্বর ২০২১	মাছ	৩৭	ফরমালিন	ফরমালিন মুক্ত	৯০	৭৫	৬৬	২০
অক্টোবর ২০২১	মাছ	১৫	ফরমালিন	ফরমালিন মুক্ত	৭৫	৬৫	৫৮	২২
নভেম্বর ২০২১	মাছ	২৭	ফরমালিন	ফরমালিন মুক্ত	৬৫	৬০	৭০	৩০
ডিসেম্বর ২০২১	মাছ	২০	ফরমালিন	ফরমালিন মুক্ত	৬০	১৩০	৬৫	২০
জানুয়ারি ২০২২	মাছ	১৯	ফরমালিন	ফরমালিন মুক্ত	৫৫	১০৫	৬০	১৬

মাসের নাম	সংগৃহীত নমুনার নাম	পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা	প্যারামিটার	ফলাফল	পোস্টার বিতরণের সংখ্যা	লিফলেট বিতরণের সংখ্যা	বুকলেট বিতরণের সংখ্যা	টিভিসি প্রচার (ঘন্টা)
ফেব্রুয়ারি ২০২২	মাছ	১২	ফরমালিন	ফরমালিন মুক্ত	২৫	৪৫	২৫	১০
	সবজি	৩৪	সাইপারমেথ্রিন	সহনীয় মাত্রার নিচে				
মার্চ ২০২২	সবজি	২৯	সাইপারমেথ্রিন	সহনীয় মাত্রার নিচে	৫০	১২০	৫০	২০
		১৮	কার্বোফিউরান	সহনীয় মাত্রার নিচে				
এপ্রিল ২০২২	সবজি	৫	সাইপারমেথ্রিন	সহনীয় মাত্রার নিচে	২০	২৫	১২	৮
		৫	কার্বোফিউরান					
মে ২০২২	সবজি	২০	সাইপারমেথ্রিন	সহনীয় মাত্রার নিচে	৪৫	১০৫	৪৮	১৬
		২২	কার্বোফিউরান					
	দুধ	১৮	টোটাল আফলাটক্সিন	শনাক্তকরণ সীমার নিচে				
জুন ২০২২	সবজি	১০	সাইপারমেথ্রিন	সহনীয় মাত্রার নিচে	৩৮	৯৫	৪৫	১২
		১৩	কার্বোফিউরান					
	দুধ	১২	টোটাল আফলাটক্সিন	শনাক্তকরণ সীমার নিচে				
মোট		**৩৩৮**			**৬০৮**	**৮৮০**	**৫৬৭**	**১৯০**

৩০.১ বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে সরকার স্বীকৃত বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে মাসভিত্তিক নমুনা পরীক্ষার ফলাফল:

মাসের নাম	সংগৃহীত নমুনার নাম	প্যারামিটার	পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রার উপরে নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রা/সীমা
সেপ্টেম্বর ২০২১	বিস্কুট	ভিটামিন এ	০১	০১	-	নিরাপদতার প্যারামিটার নয়
	বিস্কুট	সুগার	০১	০১	-	
অক্টোবর ২০২১	কোমল পানীয়	ক্যাফেইন	২৩	২২	০১	১৪৫mg/L
			২৩	২১	০২	

মাসের নাম	সংগৃহীত নমুনার নাম	প্যারামিটার	পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রার উপরে নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রা/সীমা
নভেম্বর ২০২১	কোমল পানীয়	ক্যাফেইন	১৯	১৯	-	১৪৫mg/L
			১৯	১৯	-	১৪৫mg/L
	চিনি	ম্যাগনেশিয়াম সালফেট	১৬	১১	০৫	ব্যবহার নিষিদ্ধ)
		সোডিয়াম সাইক্লামেট	০২	০২	-	ব্যবহার নিষিদ্ধ
ডিসেম্বর ২০২১	পাউরুটি	পটাশিয়াম ব্রোমেট	৪৩	৩৯	০৪	ব্যবহার নিষিদ্ধ
	ব্রেড ইম্প্রুভার	পটাশিয়াম ব্রোমেট	০৬	০৬	-	ব্যবহার নিষিদ্ধ
	শুঁটকি মাছ	ডিডিটি	২০	২০	-	ব্যবহার নিষিদ্ধ
		হেপ্টাক্লোর রেসিডিউ	২০	২০	-	ব্যবহার নিষিদ্ধ
জানয়ারি ২০২২	মিষ্টিজাত দ্রব্য	সোডিয়াম সাইক্লামেট	১০	১০	-	ব্যবহার নিষিদ্ধ
	মাছ	সালমোনেলা	১	১	-	প্রতি ২৫ গ্রামে অনুপস্থিত
		ফিকল কলিফর্ম কাউন্ট	১	১	-	< 10 MPN/g
	মাংশ	সালমোনেলা	৩	৩	-	প্রতি ২৫ গ্রামে অনুপস্থিত
		ফিকল কলিফর্ম কাউন্ট	৩	-	০৩	নিরাপদ খাদ্য (দূষণকারী ও নিয়ন্ত্রণ) প্রবিধানমালা ২০২১ এ উল্লেখ নাই।
	পানি	সালমোনেলা	২	২	-	Absent in 100ml
		ফিকল কলিফর্ম কাউন্ট	২	২	-	প্রতি ১০০ মি.লি. এ অনুপস্থিত
	আইপিএইচ	চর্বি, আর্দ্রতা,ছাই, আয়োডিন	৬৪	৬০	০৪	নিরাপদতার প্যারামিটার নয়

মাসের নাম	সংগৃহীত নমুনার নাম	প্যারামিটার	পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রার উপরে নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রা/সীমা
ফেব্রুয়ারি ২০২২	শুঁটকি	ডিডিটি	১০	১০	-	ব্যবহার নিষিদ্ধ
		হেপ্টাক্লোর রেসিডিউ	১০	১০	-	ব্যবহার নিষিদ্ধ
	জুস,জেলী, চকলেট	সোডিয়াম সাইক্লামেট	২০	২০	-	ব্যবহার নিষিদ্ধ
	আইপিএইচ	চর্বি, আর্দ্রতা,ছাই, আয়োডিন	৪৩	৩৯	০৪	নিরাপদতার প্যারামিটার নয়
মার্চ ২০২২	কোমল পানীয়	ক্যাফেইন	৪৮	২৮	২০	১৪৫mg/L
	গুড়	হাইড্রোজ	৪৭	২৭	২০	ব্যবহার নিষিদ্ধ
	পাউরুটি	পটাশিয়াম ব্রোমেট	৭৩	৫০	২৩	ব্যবহার নিষিদ্ধ
	কেকের রঙ	মার্কারি	১৪	১৪	-	১০ মি. গ্রা./লি
		লেড	১০	১০	-	
	জুস,জেলী, চকলেট	সোডিয়াম সাইক্লামেট	৬১	৬১	-	ব্যবহার নিষিদ্ধ
	আইপিএইচ	চর্বি, আর্দ্রতা,ছাই,আয়োডিন	৯৯	৯২	০৭	নিরাপদতার প্যারামিটার নয়
এপ্রিল ২০২২	কোমল পানীয়	ক্যাফেইন	১৪	৬	০৮	১৪৫mg/L
	শুঁটকি	প্রেস্টিসাইড রেসিডিউ	৬১	৫৯	০২	ব্যবহার নিষিদ্ধ
	দুধ	টোটাল প্লেট কাউন্ট	৮	৮	-	৩০,০০০ cfu/ml
		টোটাল কলিফর্ম	৮	৮	-	১০ mpn index/ml
		আফলাটক্সিন এম১	৮	৮	-	০.৫ ppb
		লেড	৮	৮	-	০.০২ ppm
	আপিএইচ	চর্বি, আর্দ্রতা,ছাই,আয়োডিন	১০৫	১০০	০৫	নিরাপদতার প্যারামিটার নয়

মাসের নাম	সংগৃহীত নমুনার নাম	প্যারামিটার	পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রার উপরে নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রা/সীমা
মে ২০২২	আচার ও সস	বেনজয়িক এসিড	৬২	৪৮	১৪	৭৫০ (সস) /১০০০ (আচার) ppm
	পাউরুটি	পটাশিয়াম ব্রোমেট	৫০	৩৯	১১	ব্যবহার নিষিদ্ধ
	কেকের রং	টাট্রাজিন, এরিথ্রোসিন, ব্রিলিয়ান্ট ব্লু	১৪	১১	৩	বোতলজাত ফুড গ্রেড কালারের কোন স্ট্যান্ডার্ডস নেই
	আপিএইচ	চর্বি, আর্দ্রতা,ছাই,আয়োডিন	৬১	৫৫	০৬	নিরাপদতার প্যারামিটার নয়
জুন ২০২২	মিস্টিজাত দ্রব্য (জুস, জেলী, চকলেট)	সোডিয়াম সাইক্লামেট	৮৯	৮৯	-	ব্যবহার নিষিদ্ধ
	পাউরুটি	পটাশিয়াম ব্রোমেট	৫	৫	-	ব্যবহার নিষিদ্ধ
		Bacillus cereus	৩	৩	-	10^2-10^3 cfu/gm
		Salmonella spp	৩	৩	-	অনুপস্থিত
	শুঁটকি	Chlorpyrifos	১	১	-	ব্যাবহার নিষিদ্ধ
		Profenophos	১	১	-	
	আইপিএইচ	চর্বি, আর্দ্রতা,ছাই,আয়োডিন	৬৭	৬৩	৪	নিরাপদতার প্যারামিটার নয়
সর্বমোট পরীক্ষিত নমুনা			**১২৮২**	**১১৩০**	**১৫২**	

কোরবানির গবাদিপশু জবাই, মাংস প্রস্তুত ও সংরক্ষণে করণীয় সম্পর্কে

গণবিজ্ঞপ্তি

জবাইয়ের পূর্বে করণীয়:

- জবাইয়ের ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা পূর্ব থেকে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পানি ছাড়া অন্য কোনো খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন।
- জবাইয়ের আগে পশুটিকে পর্যাপ্ত বিশ্রামে রাখুন।
- জবাইয়ের পূর্বে পশুটিকে ভালোভাবে গোসল করিয়ে নিন যাতে শরীরে কোনো ময়লা ও গোবর লেগে না থাকে।
- একটি পশুর সামনে অন্য পশু কোরবানি করা থেকে বিরত থাকুন।
- সংক্রামক ব্যাধিমুক্ত দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানির ব্যবস্থা করুন।
- সরকার দ্বারা নির্ধারিত স্থান অথবা নিজস্ব বসতবাড়ি ব্যতীত রাস্তাঘাট ও যত্রতত্র পশু জবাই থেকে বিরত থাকুন।
- কোরবানির স্থানটি পরিষ্কার, উঁচু এবং নালা-নর্দমা থেকে দূরে রাখুন।
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

মাংস প্রস্তুতকরণে করণীয়:

- কাজ শুরুর পূর্বে এবং পরে হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত রাখুন।
- মাংস প্রস্তুতকরণে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত ছুরি, দা, চাটাই ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ব্যবহার করুন।
- জবাইকৃত পশুর মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পরে শরীর হতে চামড়া ছাড়ানোর (Dressing) কাজ শুরু করুন।
- মাংস হাত দিয়ে ধরার ক্ষেত্রে পানিরোধক হাত মোজা (Gloves) ও পরিষ্কার পোষাক পরিধান করুন।
- পশুর চামড়া ছাড়ানো ও মাংস কাটার সময় মাংস ও মাংস কাটার সরঞ্জামাদি যেন সরাসরি মাটি, ধুলাবালি বা অন্যান্য আবর্জনার সংস্পর্শে না আসে এবং কুকুর, বিড়াল, হাঁস-মুরগি, পোকামাকড়, মাছি বা অন্যান্য পোষ্য প্রাণী দ্বারা মাংস যাতে দূষিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- মাংস কাটার সময় রোগাক্রান্ত অংশ যেমন: সিস্ট, অস্বাভাবিক বড় লসিকাগ্রন্থি, সিমেন্টের মতো শক্ত কলিজার কোনো অংশ ইত্যাদি পাওয়া গেলে সতর্কতার সাথে সে অংশটুকু পৃথক করে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।
- মাংস সংগ্রহ শেষে জবাইয়ের স্থান নির্ধারিত মাত্রায় ব্লিচিং পাউডার বা অন্য কোন জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করুন।
- যথাযথভাবে বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

মাংস সংরক্ষণে করণীয়:

- কাঁচা ও রান্না করা মাংস আলাদা রাখুন।
- কাঁচা মাংস স্বাভাবিক তাপমাত্রায় চার ঘণ্টার বেশি রাখবেন না; যত দ্রুত সম্ভব রান্না করুন।
- মাংস স্বল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে চাইলে রেফ্রিজারেটরে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে রাখুন এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে চাইলে ডিপ ফ্রিজে মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস (-১৮°C) বা তার নিচের তাপমাত্রায় রাখুন।
- প্রতিবারের রান্নার উপযোগী পরিমাণ মাংস ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেটে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করুন ।
- মাংস সঠিক তাপে ভালোভাবে সিদ্ধ করে রান্না করুন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

http://bfsa.gov.bd

কোরবানির গবাদিপশু পালনকারী, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের করণীয় সম্পর্কে
গণবিজ্ঞপ্তি

পশু পালনকারীর জন্য করণীয় :

- পশুকে পরিষ্কার, উঁচু, শুকনো ও আলো-বাতাসপূর্ণ জায়গায় রাখুন।
- নিরাপদ পানি ও খাবার প্রদান করুন।
- স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ উপায়ে পশু পালন করুন।
- রোগাক্রান্ত পশু ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত স্টেরয়েড, হরমোন, এন্টিবায়োটিক ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার ও বিক্রয় দন্ডনীয় অপরাধ।
- প্রাণীর চিকিৎসায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হলে 'প্রত্যাহারকাল' শেষ হওয়া পর্যন্ত পশু বিক্রয় থেকে বিরত থাকুন।

পশু বিক্রেতার জন্য করণীয় :

- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পশু বিক্রয় করুন।
- পরিবহণের সময় পশুর সাথে মানবিক আচরণ করুন।
- বিক্রয়ের জন্য পশু সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান হতে বিরত থাকুন।
- হাটে/বাজারে পশু অসুস্থ হলে নিকটস্থ প্রাণী চিকিৎসকের সহায়তা নিন।

পশু ক্রেতার জন্য করণীয় :

- কোরবানির জন্য সুস্থ-সবল পশু ক্রয় করুন। সুস্থ পশু বাহ্যিকভাবে চেনার উপায়: সতেজ, স্বাভাবিক ভঙ্গি, জাবর কাটা, নাকের নিচে লোমবিহীন অংশে (মাজল) ভেজা ভাব ও উজ্জ্বল চেহারা।
- অসুস্থ পশু ক্রয় থেকে বিরত থাকুন। অসুস্থ পশুর আচরণ ও বাহ্যিক লক্ষণসমূহ:
    - পিঠ উপরের দিকে বাঁকা করে দাঁড়িয়ে থাকা, ভাঙাস্বরে বেশি বেশি ডাকাডাকি করা, অতিরিক্ত পরিমাণে লাফানো, পানি খেতে অনীহা বা ভয় পাওয়া।
    - অতিরিক্ত হাড্ডিসার পশু।
    - পশুর চামড়ায় উস্কখুস্ক লোম, ক্ষত ও চর্মরোগের উপস্থিতি।
    - মুখ থেকে অনবরত লালা ঝরা, মুখে ও পায়ে ক্ষত, তীব্র ডায়রিয়া এবং রক্তযুক্ত গোবর।
    - পায়ুপথে পুঁজ, ওলান/অন্ডকোষ অস্বাভাবিক ফোলা থাকা।
    - শ্বাসকষ্ট, নাকে সর্দি ভাব ও রক্ত মিশ্রিত গাঁজলা (ঘন ফেনা)।
    - নিস্তেজ ভাব, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, মুখমন্ডল, চোয়াল ও শরীরে কোন অংশের অস্বাভাবিক ফোলা (যেখানে আঙুল দিয়ে চাপ দিলে ঐ স্থানের মাংস দেবে যায় এবং আগের অবস্থায় ফিরে আসতে অনেক সময় লাগে।)
    - পশুর কানের গোড়ায় হাত দিয়ে স্পর্শ করলে জ্বরের মতো অস্বাভাবিক গরম অনুভূত হওয়া।
- কোরবানির জন্য প্রাপ্তবয়স্ক পশু ক্রয় করুন যেমন-কমপক্ষে ২ বছর বয়সের গরু এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়সের ছাগল/ভেড়া ক্রয় করুন।
- কোরবানির জন্য গর্ভবতী পশু ক্রয় থেকে বিরত থাকুন।
- প্রয়োজনে নিকটস্থ প্রাণী চিকিৎসকের সহায়তা নিন।
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য
খাদ্য মন্ত্রণালয়
http://bfsa.gov.bd

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য স্পর্শক (Food Contact Material) উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কিত

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

খাদ্য স্পর্শক হল এমন উপকরণ যা ইতোমধ্যে খাদ্য সংস্পর্শে আছে বা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। খাদ্যের ঝুঁকি এড়াতে ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্য স্পর্শকের গুরুত্ব আছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার্থে খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯ (এস. আর. ও নং ২৫৭-আইন/২০১৯ তারিখ ২১ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৫ আগষ্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ) জারি করা হয়েছে। খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, খাদ্য মোড়কজাতকারী, খাদ্য ব্যবসায়ী ও গ্রাহকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে খাদ্য স্পর্শক ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে।

১. খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে এমন খাদ্য স্পর্শক বা মোড়ক খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার করা যাবে না।

২. এমন কোন খাদ্য স্পর্শক বা মোড়ক ব্যবহার করা যাবে না, যা খাদ্যের রং, গন্ধ ও উপাদানের পরিবর্তন ঘটায়।

৩. খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।

৪. খাদ্যের মোড়কে বা প্যাকেটে ধাতব বস্তু (স্ট্যাপলার/ সেফটি পিন) ব্যবহার করা যাবে না।

৫. খাদ্যের মোড়ক বা স্পর্শক হিসাবে নিম্নমানের ও রিসাইকেলড পলিথিন বা পুরানো খবরের কাগজ ব্যবহার করা যাবে না।

৬. গরম খাবার বা গরম পানীয় পরিবেশনের ক্ষেত্রে নিম্নমানের ও রিসাইকেলড প্লাস্টিক কাপ/বক্স/পাত্র ব্যবহার করা যাবে না।

৭. খাদ্য স্পর্শক হতে নির্গমিত বস্তু ও বস্তু কণা অনুমোদিত সীমার মধ্যে থাকতে হবে।

৮. ভোক্তার জন্য বিভ্রান্তিকর কোনো তথ্য খাদ্য স্পর্শক বা মোড়কে উল্লেখ করা যাবে না।

৯. খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ীকে খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিপালিত শর্তাবলি, অনুমতি, মান, ফলাফল, নিরাপত্তা ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত নথিপত্রের মুদ্রিত বা ইলেকট্রনিক কপি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১০. উৎস সনাক্তকরণের নিমিত্ত খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয়ের রশিদ বা চালান খাদ্য স্পর্শকের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

১১. খাদ্য স্পর্শক উৎপাদক বা বিপণনকারীর নাম, ঠিকানা ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর স্পষ্টভাবে খাদ্য স্পর্শক বা মোড়কে উল্লেখ করতে হবে।

১২. নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খাদ্য স্পর্শক উৎপাদন, আমদানি ও বিতরণের যেকোনো পর্যায়ে উহার মান যাচাই এর জন্য খাদ্য স্পর্শক স্থাপনা পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ করতে পারবে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯ (www.bfsa.gov.bd হতে ডাউনলোড যোগ্য) মেনে চলুন এবং স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করুন।

খাদ্য ব্যবসায় ক্রয়-বিক্রয় এর রশিদ বা চালান সংরক্ষণ সম্পর্কিত

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, সরবরাহ বা বিক্রয় সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত রশিদ বা চালান সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। রশিদ বা চালান ব্যতীত খাদ্য ব্যবসা পরিচালনা করা নিরাপদ খাদ্য আইনে দন্ডনীয় অপরাধ।

১. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০২০ এর প্রবিধি-০৫ মোতাবেক উৎস শনাক্তকরণের জন্য সকল পর্যায়ের খাদ্য ব্যবসায়ীদের ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদ বা চালান বা অন্য কোনো প্রমাণক (যদি থাকে) এ নিম্নের তথ্যসমূহ অবশ্যই থাকতে হবে।

ক) খাদ্য ব্যবসায়ীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর;

খ) খাদ্য ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর;

গ) খাদ্যের যথাযথ বিবরণ;

ঘ) খাদ্যের পরিমাণ (সংখ্যা/ওজন/আয়তন);

ঙ) লট, ব্যাচ, চালান শনাক্ত করার স্মারক নম্বর, ইত্যাদি;

চ) প্রতিটি লেনদেন/সরবরাহের তারিখ;

ছ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি;

২. খাদ্য ব্যবসায়ীদের খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণ এর মেয়াদোত্তীর্ণের ন্যূনতম ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত রশিদ বা চালান বা প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. সকল খাদ্য ব্যবসায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক-কে রশিদ বা চালান বা প্রমাণক প্রদর্শন করতে বাধ্য থাকবেন।

৪. আইন অমান্যকারী ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়
www.bfsa.gov.bd

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং বিষয়ক

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার্থে মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ (এস. আর. ও নং ৯৩-আইন/২০১৭ তারিখ ৬ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৯ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ) জারি করা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, খাদ্য মোড়কজাতকারী, খাদ্য ব্যবসায়ী ও গ্রাহকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে খাদ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে।

মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ এর উল্লেখযোগ্য অনুসরণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলিং অবশ্যই বাংলা ভাষায় লিখতে হবে।

২. মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলিং অবশ্যই সুস্পষ্ট ও সহজে পঠিতব্য হতে হবে।

৩. উৎপাদন তারিখ, উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ, ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ যথাযথভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে বাংলা ভাষায় লিখতে হবে।

৪. খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের নামের ক্ষেত্রে আইনগত বা প্রচলিত নাম হতে হবে।

৫. খাদ্য উপকরণের নামের তালিকা ওজন/পরিমাণ অনুসারে লেবেলে উল্লেখ করতে হবে।

৬. মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে নেট ওজন এবং পরিমাণ যথাক্রমে তরল খাদ্যের ক্ষেত্রে লিটার/মিলিলিটার এবং অন্যান্য খাদ্যের ক্ষেত্রে কিলোগ্রাম/গ্রাম/মিলিগ্রামে উল্লেখ করতে হবে।

৭. খাদ্য ও খাদ্য সংযোজক (**Food Additive**) দ্রব্য, পুষ্টিগত তথ্য, ব্যাচ, কোড, লট নম্বর, ইত্যাদি তথ্য লেবেলে স্পষ্টভাবে বাংলায় উল্লেখ করতে হবে।

৮. খাদ্য দ্রব্যের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলী পরিবর্তন করে বিক্রয় করা যাবে না।

৯. খাদ্যদ্রব্যের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলী অমোচনীয় কালি দিয়ে লিখতে হবে।

১০. নকল/ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে মোড়কের গায়ে **Barcode / QR code** উল্লেখ করতে হবে।

১১. খাদ্যপণ্যে এলার্জি সৃষ্টিকারী খাদ্যোপকরণ থাকলে তা লেবেলে উল্লেখ করতে হবে।

১২. খাদ্যপণ্যের লেবেলে কোন মিথ্যা তথ্য বা দাবি বা বিভ্রান্তিকর/প্রতারণামূলক তথ্য লিপিবদ্ধ করা যাবে না।

১৩. খাদ্য সংযোজন দ্রব্য (**Food Additives**) আছে এইরূপ খাদ্যের লেবেলে বিশুদ্ধ/খাঁটি/পিওর বা অনুরূপ কোন অভিব্যক্তি লেবেলে উল্লেখ করা যাবে না।

১৪. মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য বা অনুরূপ কোন অভিব্যক্তি লেবেলে উল্লেখ করা যাবে না।

১৫. ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টভাবে লেবেলে অমোচনীয় কালিতে লিখিত বা মুদ্রিত হতে হবে।

১৬. আমদানিকৃত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকের নাম ও ঠিকানাসহ আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টভাবে মোড়কের গায়ে অমোচনীয় কালি বা সিলমোহরের মাধ্যমে উল্লেখ করতে হবে।

১৭. খাদ্যের মোড়ক তৈরীর কাঁচামাল ও প্রস্তুত সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি মেয়াদ উত্তীর্ণের পর ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ (www.bfsa.gov.bd হতে ডাউনলোড যোগ্য) মেনে চলুন এবং স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করুন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য
খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার সম্পর্কিত
সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিছু অস্বাধু খাদ্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান খাদ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনে অসত্য বা মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভোক্তাদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। এমতাবস্থায় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা-৪১ ও ধারা-৪২ অনুযায়ী খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, মোড়কজাতকারী ও ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে।

- খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের গুণ, প্রকৃতি, মান, ইত্যাদি সম্পর্কে অসত্য বিজ্ঞাপন মুদ্রণ, প্রদর্শন, প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না।
- বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্তিকর বা অসত্য তথ্য প্রদান করা যাবে না।
- মিথ্যা নির্ভরতামূলক বক্তব্য বিজ্ঞাপনে প্রচার করা যাবে না।
- "চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ বা সমতুল্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপারিশকৃত" এই ধরনের কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না।
- "কোনো মিথ্যা দাবী বা রোগ নিরাময়কারী" এই ধরনের কোন অভিব্যক্তি বিজ্ঞাপনে প্রচার করা যাবে না।
- খাদ্য সংযোজন দ্রব্য (**Food Additive**) আছে এইরূপ খাদ্যের বিজ্ঞাপনে বিশুদ্ধ/খাঁটি/পিওর বা অনুরূপ কোন অভিব্যক্তি প্রচার করা যাবে না ।
- "মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য বা বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য" এ ধরনের কোন বিজ্ঞাপন মুদ্রণ, প্রদর্শন, প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না।

মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর শাস্তি এক (১) বৎসর কারাদণ্ড বা চার (৪) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

বাজারে নকল বা কৃত্রিম ডিমের উপস্থিতি সম্পর্কে জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূরীকরণে

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের

গণবিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক, ভাইবার, ইত্যাদি) বাংলাদেশে নকল ডিমের উপস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত/প্রচারিত হচ্ছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তদন্তক্রমে নিশ্চিত হয়েছে যে, প্রতিবেদনসমূহে বর্ণিত তথ্য-উপাত্ত ও মতামত সমূহ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা যথাযথ তথ্যপ্রমাণ সমর্থিত নয়। এ ছাড়াও তদন্তক্রমে জানা যায় যে, বাংলাদেশের কোথাও কোন নকল/কৃত্রিম ডিমের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অথচ প্রকাশিত/প্রচারিত প্রতিবেদনগুলো এখনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমূহে ভাইরাল করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এ বিষয়ে জনমনে বিরূপ প্রভাব বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেকেই ডিম খেতে অনীহা বা ডিম খাওয়া পরিহার করছেন যা মোটেই কাম্য নয়।

ডিম একটি উৎকৃষ্ট মানের খাবার যা সহজলভ্য এবং পুষ্টিমানে ভরপুর। ডিম হৃদরোগের সম্ভাবনা কমায়, প্রসবজনিত সমস্যার ঝুঁকি কমায়, ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমায়, চোখ ও লিভার ভালো রাখে, ওজন কমায়, হজম ক্ষমতা বাড়ায়, শরীর সুস্থ রাখে, এবং শরীরের হাড় ও দাঁত মজবুত রাখে। এতসব গুনাগুন থাকা সত্বেও অপপ্রচারের ফলে দেশের সকল মানুষের পুষ্টির সহজলভ্য অন্যতম প্রধান উৎস ডিম সম্পর্কে জনমনে ভ্রান্ত ধারনা তৈরী হচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। উল্লেখ থাকে যে, প্রাকৃতিকভাবেই কিছু কিছু ডিম ত্রুটিযুক্ত বাহ্যিক গঠনের হতে পারে যেমন, নরম খোসাযুক্ত বা খোসাবিহীন ডিম, কুসুমের বিভিন্ন রঙ, জোড়া কুসুম কিংবা ডিমের ভিতরে কিঞ্চিত রক্ত ও মাংসের টুকরার উপস্থিতি।

ডিমের গুনাগুন ও পুষ্টিমানের বিচার্যে ডিম খাওয়া উৎসাহিত করতে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্রতি বছর 'বিশ্ব ডিম দিবস' পালিত হচ্ছে। সুতরাং কৃত্রিম বা নকল ডিম সম্পর্কে বিভ্রান্ত না হয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে প্রত্যহ ডিম খাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। জনসাধারণের অবগতির জন্য আরো জানানো যাচ্ছে যে, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ডিম উৎপাদন ও বিক্রি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে কাজ করছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রমাণ ব্যতিরেকে বাজারে নকল বা কৃত্রিম ডিমের উপস্থিতি সম্পর্কে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ, প্রতিবেদন ইত্যাদি গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার/প্রকাশ না করার জন্য সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে। মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যে কোন নকল বা অনিরাপদ খাদ্যপন্য উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় বিষয়ে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এ কঠোর শাস্তির (৫ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়দন্ড) বিধান রয়েছে। এছাড়াও উচ্চতর দন্ডযোগ্য অপরাধের জন্য Special Power Act, 1974-এর অধীন বিশেষ আদালত বা ট্রাইবুনালে মামলা করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যথাযথভাবে অনুসরন করে নিরাপদ ও সুস্থ থাকুন

অনিরাপদ খাদ্যকে 'না' বলুন

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রবাসি কল্যাণ ভবন (১৩ তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৫৫১৩৮০০০, ফ্যাক্স: ৫৫১৩৮৬০২, www.bfsa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

পবিত্র রমজান মাসে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে নিরাপদ খাদ্য আইন ও এর বিধি-বিধানসমূহ প্রতিপালনের জন্য খাদ্য ব্যবসায়ীদের নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে।

- খোলা, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে ইফতার সামগ্রী তৈরি ও পরিবেশন হতে বিরত থাকুন।
- বাসি বা পঁচা খাদ্যোপকরণ দিয়ে ইফতার সামগ্রী তৈরি করবেন না।
- সকল প্রকার খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ঢেকে রাখুন।
- হিমায়িত খাবার -১৮° সে. নিচের তাপমাত্রায়, ঠাণ্ডা খাবার ৫° সে. নিচের তাপমাত্রায় এবং গরম খাবার ৬০° সে. উপরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।
- ইফতার সামগ্রী যেমন পেঁয়াজু, চপ, বেগুনি, জিলাপি, বুন্দিয়া, ফিরনি ইত্যাদি তৈরিতে অননুমোদিত রং, সুগন্ধি বা অন্যান্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার হতে বিরত থাকুন।
- যে কোন ধরনের শরবত বা পানীয় তৈরিতে অনিরাপদ পানি/বরফ, অননুমোদিত সুগন্ধি, রং ইত্যাদি ব্যবহার হতে বিরত থাকুন।
- রান্নায় বিশুদ্ধ বা ভেজালমুক্ত তেল ব্যবহার করুন এবং একই তেল বার বার ব্যবহার হতে বিরত থাকুন।
- অপরিপক্ব ফল পাকাতে অননুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হতে বিরত থাকুন।
- খাদ্যদ্রব্য মোড়কীকরণে খবরের কাগজ বা ব্যবহৃত কাগজের তৈরি মোড়ক ব্যবহার করবেন না।
- অসুস্থ বা ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, পরিবেশন ও বিক্রয় হতে বিরত থাকুন।
- ইফতার সামগ্রী প্রস্তুত ও পরিবেশনে নিয়োজিত খাদ্য কর্মীগণ আবশ্যিকভাবে গ্লাভস, মাস্ক ও হেড কভার পরিধান করুন।
- উৎস সনাক্তকরণের নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয়ের রশিদ বা চালান খাদ্যদ্রব্যের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।
- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিক্রয় বা পরিবেশনে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

নিরাপদ খাদ্য আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসমূহ মেনে চলুন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরুণ

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

রুটি, পাউরুটি ও বেকারি খাদ্যে ক্ষতিকর পটাশিয়াম ব্রোমেট ($KBrO_3$) ও পটাশিয়াম আয়োডেট (KIO_3) এর ব্যবহার নিষিদ্ধ সম্পর্কে

জরুরী সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা রুটি, পাউরুটি ও বেকারি খাদ্য প্রস্তুতকারী/ব্যবসায়ীগণকে জানানো যাচ্ছে যে, রুটি, পাউরুটি ও বেকারি খাদ্যে সংযোজক দ্রব্য হিসেবে পটাশিয়াম ব্রোমেট ($KBrO_3$) ও পটাশিয়াম আয়োডেট (KIO_3) ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মানব শরীরে পটাশিয়াম ব্রোমেটের ক্ষতিকারক দিকসমূহ নিম্নরূপ:

- ইহা থাইরয়েড গ্রন্থির রোগ সৃষ্টি করে;
- ইহা একটি Class 2B carcinogen যা ক্যান্সার সৃষ্টি করে;
- ইহা একটি Genotoxic Carcinogen যা জীনগত রোগ ও মিউটেশন ঘটাতে পারে;
- ডায়রিয়া, বমিভাব, পেটের পীড়াসহ অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

- রুটি, পাউরুটি ও বেকারি খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের উৎপাদিত রুটি, পাউরুটি ও বেকারি খাদ্যে পটাশিয়াম ব্রোমেট ($KBrO_3$) ও পটাশিয়াম আয়োডেট (KIO_3) ব্যবহার অনতিবিলম্বে বন্ধের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

- সংশ্লিষ্ট সকলকে পটাশিয়াম ব্রোমেট ($KBrO_3$) ও পটাশিয়াম আয়োডেট (KIO_3) যুক্ত রুটি, পাউরুটি ও বেকারি খাদ্য, মোড়কবিহীন বা মোড়কে যথাযথ লেবেলবিহীন বা অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠানের রুটি, পাউরুটি ও বেকারি খাদ্য মজুদ, পরিবহণ ও বিক্রয় হতে বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

- সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারের পরে এ সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ অমান্যকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়

বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা-এর পার্শ্বে), ভবন-২ (লেভেল- ৪,৫,৬)
১১৯ কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, ঢাকা-১০০০।
Email: info@bfsa.gov.bd, ওয়েবসাইট - www.bfsa.gov.bd

জেলাভিত্তিক খাদ্য স্থাপনা মনিটরিং

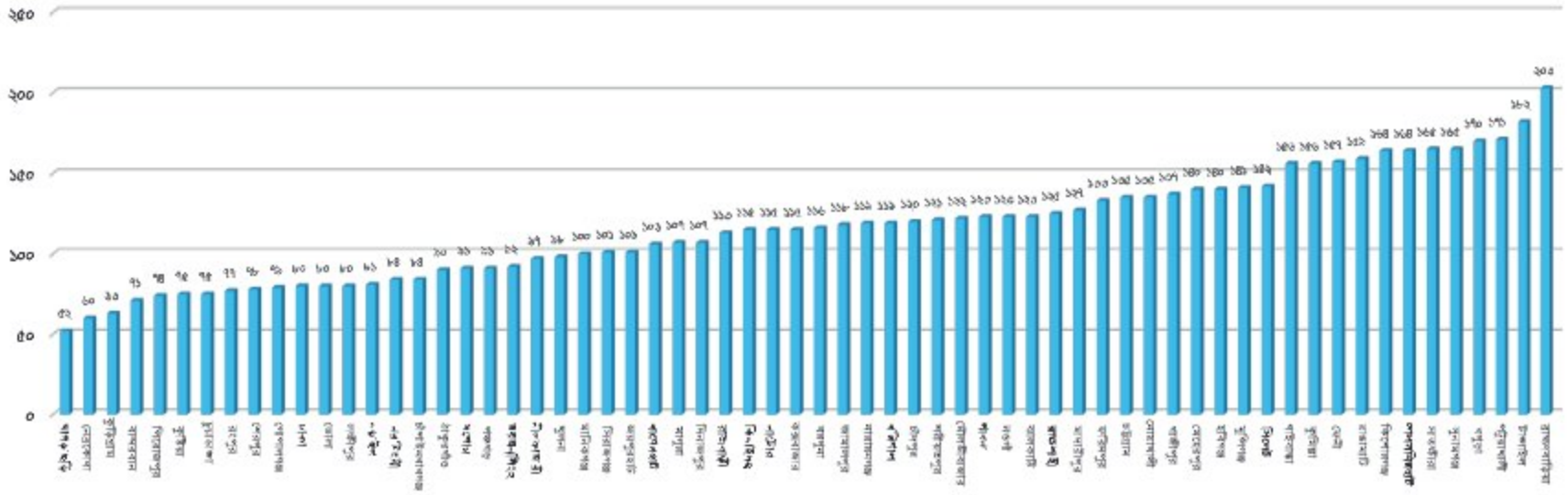

জেলাভিত্তিক খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

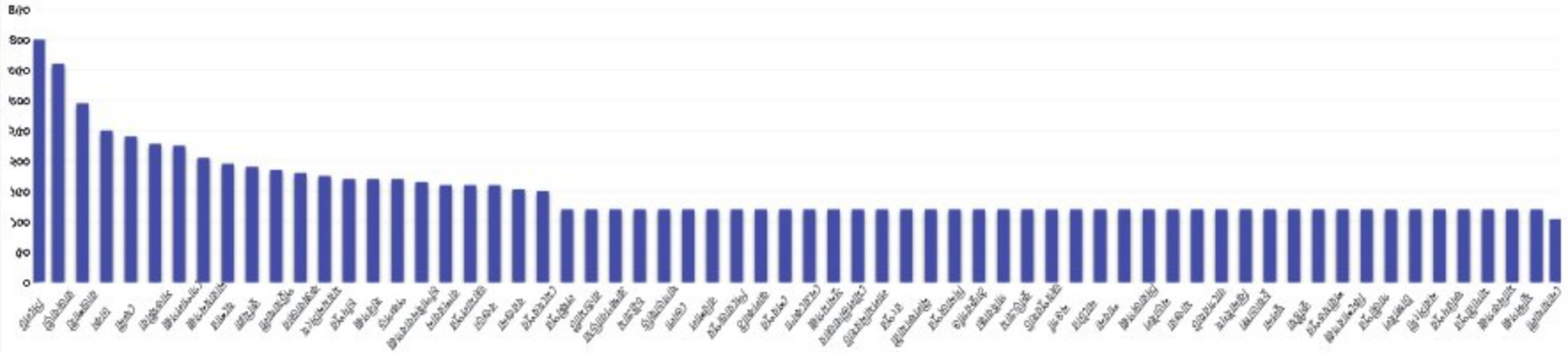

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

খাদ্য নিরাপদ রাখার ৫ চাবিকাঠি
মেনে চলি, সুস্থ থাকি

প্রচারে ঃ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য